সখা

প্রথম ভাগ।

১৮৮৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন-কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN"

৫০, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক।
প্রেরিত পত্র।	...	৩০,১১৯,১২১,১৭৪
ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভাইওনা।	মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৪
বানর (সচিত্র।)	উপেন্দ্রকিশোর রায়	১৫৬
বাবুগিরি।	সম্পাদক	২৯
বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা—		
(১) চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।	জনৈক মহিলার সাহায্যে সম্পাদক	৭৬
(২) পোষাক।	সম্পাদক	৯৫
(৩) লজ্জা ও নম্রতা।	মন্মথনাথ মুখোপধ্যায়	১৩২
বিবিধ প্রসঙ্গ।	সম্পাদক	২৪
বিলাতের পত্র।	কুমারী টিশিমেকার, লণ্ডন	৮
বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ।	শ্রীমতী * * দেবী	১৫৪
বৃষ্টি।	সম্পাদক	১৪
ভাই বোনের দোলনা (পদ্য।)	কুমারী হিরণ্ময়ী দেবী	১৮৬
ভীমের কপাল।	সম্পাদক	২,২১,৩৯,৬০,৬৬,৮১,৯৭,১১৩,১২৯,১৪৫
মণিরামের কাহিনী (সচিত্র।)	সম্পাদক	৮৫
ময়ূর (সচিত্র।)	সম্পাদক	১৮৪
মাকড়শা (সচিত্র।)	উপেন্দ্রকিশোর রায়	৭২,১২৭
মাছি (সচিত্র।)	উপেন্দ্রকিশোর রায়	২৮
মেয়েরা আমাদের কে?	সম্পাদক	১২
রামায়ণের উপদেশ।	সম্পাদক	৩৩,৩৬,৫০,৬৯
রেলের গাড়ী (সচিত্র।)	সম্পাদক	৫৭
শরদের নিশি (পদ্য।)	রজনীকান্ত চৌধুরী	১৭১
শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষা।	প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল. এম্ এস্	৮৫,১০০,১১৬,১৪৩,১৫২
শীশ এবং তাহার সঙ্গী (সচিত্র।)	সম্পাদক	৫
সম্পাদকের নিবেদন।	সম্পাদক	১৭
সমালোচনা ও প্রাপ্তিস্বীকার।	সম্পাদক	৩১,৪৭,১৫৯,১৭৬
সর্প (সচিত্র।)	সম্পাদক	৩৪
সর্পের ঔষধ (সচিত্র।)	সম্পাদক	১০৪
সর্বোত্তম ছাত্রী।	কুমারী হেমলতা দেবী	১৭২
সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে।	কালীকৃষ্ণ দত্ত	১০৫
(সচিত্র।)	সম্পাদক	১৩৮
...	বিপিনচন্দ্র পাল	৮৮
	সম্পাদক	১৮৯
		১০

সূচি-পত্র ।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক ।
আঃছেড়ে দাওনা (সচিত্র পদ্য ।)	সম্পাদক	৪
আখ্যানমালা । ...	কুমারী হেমলতা দেবী	১০১
আমার কপাল মন্দ । ..	বিপিন বিহারী সেন	১১৭
আমার সাধের বিড়াল (সচিত্র পদ্য ।)	সম্পাদক	২৭
আলোকমঞ্চ (সচিত্র ।) ..	সম্পাদক	১৮
উষা (পদ্য ।) ..	সম্পাদক	৭
একটী অন্ধশীলের কথা । ...	উপেন্দ্রকিশোর রায়	১৭০
একটী আশার কথা ।	সম্পাদক	৬২
একটী আশার কথা, আর । ..	সম্পাদক	৭৮
ওরে আমার পায়রামণি (সচিত্র পদ্য ।)	শ্রীনিঃ, শিলং	১১২
কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ।	সম্পাদক	১৯১
বেঙ্গীর উষা (সচিত্র ।) ..	সম্পাদক	৬১
কে বড়লোক ?	কুমারী হেমলতা দেবী ...	১৮৭
ক্ষুদ্র জিনিশ ।	সম্পাদক	৪১
খেলা । ...	সম্পাদক	১৭৭
খোলাভাটার কল ।	সম্পাদক ...	১৬৫
গারফীল্ডের জীবন চরিত (সচিত্র ।)	সম্পাদক	৫
গারফীল্ডের বাল্যকালের দুটী গল্প ।	সম্পাদক	৪৫
গিল্‌ক্রয় সাহেবের অদ্ভুদ্ সমুদ্র যাত্রা ।	উপেন্দ্রকিশোর রায়	৮৩
ঠাকুরদাদার গল্প (সচিত্র ।) ...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৯১,১০৮,১২২,১৩৪,১৫০,১৬০
ডেভিড লিভিংষ্টোন সাহেব (সচিত্র ।)	সম্পাদক	১৬
দুর্গাপূজা (পদ্য ।)	সম্পাদক	১৪
দেখবাবা ! কেমন বাছুর ! (সচিত্র ।)	সম্পাদক	৫
ধাঁধা । ..		১৫,৩১,৪৭,৬৪,৭৯ ... ১১২ ১৩০ ...
ঘুমপান । ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় এবং সম্পাদক	
নববর্ষ (সচিত্র ।) ...	সম্পাদক	
নরেনের স্বর্গদর্শন ।		
ন...		

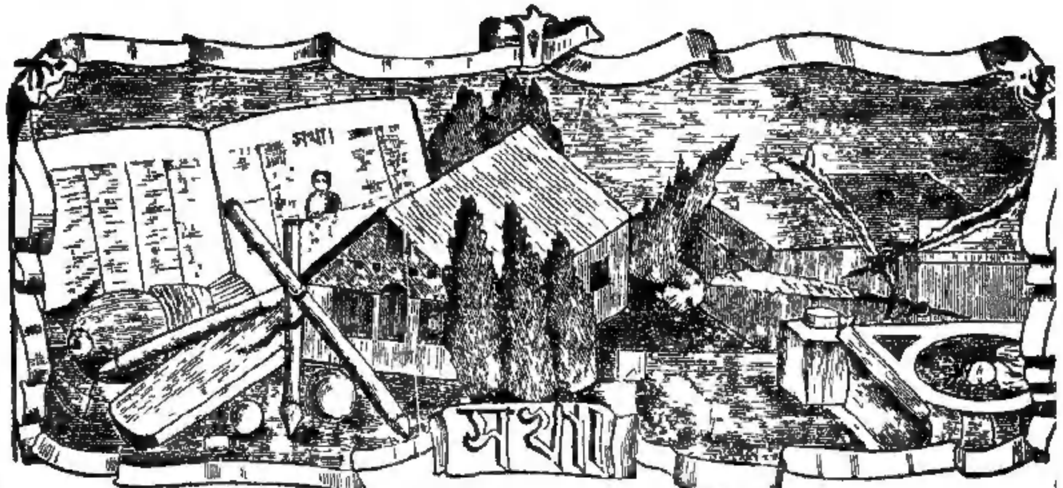

প্রথম ভাগ। ১লা জানুয়ারি, ১৮৮৩ সোমবার। ১ম সংখ্যা।

প্রস্তাবনা।

আমাদিগের দেশে একটী বড় সুন্দর নিয়ম অতি পূর্ব্বকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে,—আমাদের দেশে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতার নাম করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম লইলে যেন মনে বল বাড়ে, আশা হয় যেন সে কার্য্য সফল হইবে, এবং আর কোন ভয় থাকে না। আমরা এই জন্যই আজ সর্ব্বপ্রথমে পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের এই কার্য্যের সহায় হউন।

এতদিন পরে "সখা" প্রকাশিত হইতে চলিল। এইরূপ পত্রিকা আমাদিগের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমাদিগের হতভাগা দেশে বালকবালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না, অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এই জন্যই "সখা"র জন্ম হইল। 'সখা' পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে। যাহাতে বালক বালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য "সখা"র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—ফলতঃ যাহাতে পত্রিকাখানির 'সখা' এই নাম সার্থক হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে।

কিন্তু এই সুবৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমস্ত শিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিতা রমণীদিগের সাহায্য আবশ্যক হইবে। শিক্ষিত পিতামাতাদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আপন আপন বালকবালিকাকে শিক্ষা দিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহাদের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করেন। এই পত্রিকায় লিখিত গল্প প্রভৃতির দ্বারা বালকবালিকাদিগের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদিগের লক্ষ্য, সুতরাং যদি তাঁহারা দেখেন এই লক্ষ্যের

বহির্ভূত কোনও বিষয় পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, তখন যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান, এবং যে প্রণালীতে লেখা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে বিষয়েও পরামর্শ দেন। বালকবালিকাদিগের সকলের মনের গতি সমান নহে, সুতরাং একই উপদেশ যে সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকর হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রদ্বারা আমাদিগকে আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র বিষয়ে জানান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী গল্পময় প্রস্তাব সকলেরও অবতারণা করিতে পারি।

বালকবালিকাদিগের নিকটেও আমাদের একটী নিবেদন আছে, তাহারা যদি তাঁহাদের যখন যে কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে যতদূর সম্ভব সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বালকবালিকাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিকট আরও একটী কথা এই যে, তাঁহাদের রচনাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য আগামী মাস হইতে এই পত্রিকার মধ্যে খানিকটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া যাইবে, মনে করুন, চাষার ছেলেদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত কি না, এই বিষয়ে আলোচনা হইল। একজন লিখিলেন 'শিক্ষা হওয়া উচিত' এবং কেন উচিত তাহা লিখিলেন, পরের মাসে অপর কেহ তাহা উচিত নয় বলিয়া কারণ দেখাইলেন, —এইরূপে আলোচনা চলিতে থাকিল, শেষে যথেষ্ট আলোচনা হইলে যে মত ঠিক তাহা প্রকাশিত হইল।

আমাদিগের আর অধিক বলিবার নাই। ভবিষ্যতের অন্ধকার ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এখন পত্রিকার জীবন এবং উন্নতি পাঠকপাঠিকাদিগের স্নেহ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

ভীমের কপাল।

১ম অধ্যায়।

একদিন শরৎকালের সন্ধ্যাবেলা দৌলতপুরের বাজারে দুটী বালক বসিয়া কি আলাপ করিতেছিল। আকাশে একটুকুও মেঘ দেখা যাইতেছে না, —পরিষ্কার চাঁদ আকাশে উঠিয়া কেমন করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে, মাঝিরা কেমন করিয়া স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া কেহ বা রান্না করিতেছে, কেহ বা গলা কাঁপাইয়া গান করিতেছে, দুটী বালক দোকানের বারাণ্ডায় বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর আলাপ করিতেছিল। এই দুটী বালকের মধ্যে এক জনের বয়স ১৭, নাম বিপিন, আর একজনের বয়স ১৫, নাম ভীমেন্দ্র। বিপিন ও ভীমেতে শিশুকাল হইতেই বেশ ভাব—সর্ব্বদা একসঙ্গে বেড়ায়, কিন্তু দুই জনের চরিত্রে অত্যন্ত ভেদ। বিপিন স্থির, শান্ত, বিনয়ী; ভীম নামে যেমন কাজেও তেমনি,—একগুঁয়ে, গোঁয়ার, উদ্ধত। এইরূপে দুই প্রকৃতির লোক হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ বন্ধুতা ছিল, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে আরও একটু ভিন্নতা ছিল—বিপিনের বাড়ী বাখরগঞ্জ, ভীমের বাড়ী কলিকাতা। কলিকাতার ছেলেরা যে প্রকার পূর্ব্বদেশের ছেলেদের ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাতে ভীম ও বিপিনের ভালবাসার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। ভীম কখনও বিপিনকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঘৃণা করে নাই—ঘৃণা করা দূরে থাকুক, 'বাঙ্গাল' বলিয়া

তাহার মনে কিছু মাত্র বিরক্তির ভাবও উদয় হয় নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেমনি পূর্ব্বদেশের ছেলেদের দেখিলে তাহাদের তিন পুরুষের দোষের কথা বলিয়া নিজেদের যে সব ভাল, তাহাই ঠিক করিয়া বসেন—ভীম গোঁয়ার হইলে কি হয়, তাহার এ দোষ ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত গরম হওয়াতে ভীমেন্দ্র ও বিপিন দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে আসিয়া বসিয়াছিল এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিল। আজ হঠাৎ "পশ্চিমের ছেলেরা ভাল না পূবের ছেলেরা ভাল," এই বিষয়ে কথা উঠিল। কথা উঠিবার সূচনা এই,—বিপিন ও ভীমেন্দ্র কলিকাতায় পড়িত—দুজনেই হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়িত, বিপিন এণ্ট্রান্স্ ক্লাশে ও ভীমেন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে। উভয়েরই মামার বাড়ী দৌলতপুরের নিকট। পূজার ছুটিতে দুজনে মামার বাড়ী যাইবে, ঠিক করিয়া তাহারা হেদো দীঘির কাছে কি কি জিনিশ ক্রয় করিতে আসিল, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা বড় ঘরে অনেক লোক জমিয়াছে। তাহারাও ব্যাপারটা কি দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল জনৈক সুবিখ্যাত বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। তাহারা শুনিতে পাইল তিনি বলিতেছেন যে পূর্ব্বদেশের ছেলেদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কম, আর পশ্চিম দেশের ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান হয়। ভীমেন্দ্র একেত কলিকাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিত না, তাহাতে এই বক্তৃতা শুনিয়া আর "বাঙ্গালদের দেশে" যাইতে চাহিল না, কিন্তু বিপিনের সম্বন্ধে তাহার ভালবাসা ইহাতে কমিল না। অবশেষে তাহার মাতার কথায় সে মামার বাড়ীতে গেল বটে, কিন্তু 'বাঙ্গালদের' উপর যেটুকু ভালবাসা ছিল,—বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তাহার অর্দ্ধেকও রহিল না। আজ নদীর ধারে বসিয়া বিপিন বলিতেছিল—"দেখ, এই সময়ে সকলে একেবারে চুপ করিয়া রহিয়াছে—সন্ধ্যাবেলা পৃথিবী যেন বোবা হইয়া গিয়াছে, এমন সময় যদি কেহ চীৎকার করিয়া, বক্তৃতার দ্বারা আমাদের দুঃখের কথা আমাদের বলিয়া দেয়, তবে কেমন হয়?" ভীমেন্দ্র বলিল "—বাবুর মত বক্তা হ'লে তবে হয়, তিনি ভাই, কি চমৎকার বক্তৃতা করেন!"

বিপিন।—তিনি বক্তৃতা করেন বেশ, কিন্তু তিনি বাঙ্গালদের ঘৃণা করেন—এটা বড় দুঃখের বিষয়।

ভীমেন্দ্র।—উচিত্ কথা বল্লেইতো ঘৃণা করা হল,—না? বাঙ্গালদের মধ্যে রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর এদের মত একটা লোক দেখাও ত। বিপিন এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিল "ঈশ্বরের রাজ্যে যেখানে লোক যায় না, সেখানেও ত সুন্দর ফুল ফোটে, সমুদ্রের তলায় কত মণিমাণিক্য পড়ে থাকে, কে তাদের খোঁজ রাখে? তা ভাই, পশ্চিমে লোকই বল আর বাঙ্গালই বল, ঈশ্বর সকলকেই বড় লোক করতে পারেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, আকাশে মেঘ উঠিতেছে, দেখিয়া তাহারা নদীতীর হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তৃতীয়ার চাঁদ পৃথিবীকে অন্ধকারে পুরিয়া ঐ বড় অশ্বথ গাছের আড়ালে লুকাইতেছিল, এমন সময় তাহারা গৃহে গেল।

বিপিন ও ভীমেন্দ্র উভয়ের মাতুল দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয় একজন সেকেলে হিন্দু। বাড়ীতে দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় হয়—কিন্তু সে ব্যয় অপব্যয় নহে। দরিদ্রদিগকে দান করিতেই প্রায় তাহার অর্দ্ধেক যাইত, অপরার্দ্ধের কিয়দংশ নিঃস্ব আত্মীয়গণের ছেলেমেয়েদের কাপড়, খেলনা প্রভৃতিতে ব্যয় হইত এবং কিয়দংশ আমোদ ও পূজার উপকরণাদিতে খরচ হইত। দুর্গা পূজার আর তিন দিন মাত্র বিলম্ব

আছে, সুতরাং সেই বৃহৎ বাটী আলোক দ্বারা সুন্দর সজ্জিত। কর্ত্তা বাহিরে বসিয়া দুই এক জন সমবয়স্ক লোকের সহিত উৎসবের বন্দোবস্ত করিতেছেন—কাহাকে কোন্ কার্য্যের ভার দিবেন—কে কোন্ কার্য্য সুবিধামত নির্ব্বাহ করিতে পারিবে—কোন্ সময় কোন্ জিনিশ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। পাশে দুই এক জন খোসামুদে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসিয়া 'বাবু বড় ভক্ত,' 'বাবু বড় হিসেবী লোক,' 'আশীর্ব্বাদ করি' এই রকমের নানা কথা বলিয়া কর্ত্তাকে খোসামোদ করিতেছে। দুর্গাদাস বাবু সে দিকে মন না দিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় বিপিন ও ভীমেন্দ্র বাড়ীতে আসিল। ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া দুর্গাদাস বাবু বলিলেন "তোমরা কোথায় ছিলে? পূজার সময় তোমাদের দুজনের উপর একটা কাজের ভার রইল—তোমরা গরিবদের খাওয়া তদারক করিবে।" উভয়ে আহ্লাদে স্বীকৃত হইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। মাতুলানী আহার প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছিলেন, আসিবা মাত্র উভয়কে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং 'এটা খাও,' 'ওটা খাও,' 'আর একটু দি,' 'আর একটু খাও,' ইত্যাদি কথা বলিয়া পরিতোষ মত আহার করাইলেন। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হয় হয়, তখন ভীমেন্দ্রের এক বিপদ উপস্থিত হইল—ভীমেন্দ্র দেখিল থালার এক পাশে লম্বা এক গাছা চুল রহিয়াছে। দেখিয়াই ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। 'ওয়াক' 'ওয়াক' করিয়া সমস্ত খাবার বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে মামীকে, শেষে 'পোড়া বাঙ্গালদের দেশ'কে গালাগালি দিতে লাগিল। পাঠকপাঠিকাদিগকে বলা আবশ্যক যে ভীমেন্দ্র দুটী জিনিশকে বড় ঘৃণা করিত—পাতে লবণ, এবং ভাতের ভিতরে চুল। ভীমেন্দ্র চটিয়া বলিল "আমি এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাব, পঞ্চাশ দিন বলিছি, আমি ভাতে চুল থাক্‌লে খেতে পারি না, তবুও চুল?" মামী বিস্তর বুঝাইলেন,—কর্ত্তা গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন—কারণ জানিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন বাবা! "না দেখে পড়েছে, অত রাগ করনা, লক্ষ্মী বাবা আমার!" ভীমেন্দ্র রাগে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। আকাশ এতক্ষণ মেঘে ঢাকা ছিল—অল্প অল্প বৃষ্টি আসিল। সে খারাপ সময় পশু পাখী পর্য্যন্ত খোলা যায়গায় বাহির হয় না, কিন্তু পোনের বৎসরের বালক ভীমেন্দ্র রাগের ভরে ঐ বৃষ্টি মাথায় করিয়া মামার বাড়ী ছাড়িল। ক্রমশঃ—

আঃ ছেড়ে দাও না!

আঃ ছেড়ে দেওনা, কুক্কুরচন্দ্র! মায়ের কাছে যাই!
এখন কি আর খেলা কর্'বার সময় আছে, ভাই?
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোওয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন দিয়ে যেতে, 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটা সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে ক'রব খেলা যত ভেবে পাই।

কাজ ছেড়ে না ক'রব খেলা, ছেড়ে দাওনা হলো
বেলা।
আগে কাজ কি আগে খেলা, জান্‌তে আমি চাই।

সতীশ এবং তাহার সঙ্গী।

সতীশ তাহার পিতার একমাত্র ছেলে, তাহাতে আবার সতীশের মা ছিলেন না এইজন্য সতীশের পিতা সতীশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সতীশ যখন যাহা চাহিত তাহাই পাইত। কিন্তু 'আদুরে' ছেলেরা সচরাচর যেমন খারাপ হইয়া যায়, সতীশ সেরূপ হয় নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিত, তাহাই পাইত বটে, কিন্তু পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে কোন দ্রব্য লইত না। কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা হইলে সতীশ ছুটিয়া পিতার নিকট আসিত এবং কহিত 'বাবা আমাকে ঐ দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া দিবে কি?' যদি পিতা বলিতেন 'হাঁ' তাহা হইলে সতীশের আহ্লাদের সীমা থাকিত না, কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে উহা ক্রয় করা উচিত নয়, তাহা হইলে বালক সতীশ মনে মনে ভাবিত 'আমার পিতা যখন ঐ দ্রব্যটী আমাকে দিতে চাহিতেছেন না, তখন আমি উটা লইব না, কেন না তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন।' সতীশের এই সুবুদ্ধিতেই সতীশ খারাপ হইয়া যায় নাই। সতীশের পিতা সমস্ত দিন তাঁহার কর্ম্মের স্থানে থাকিতেন, সুতরাং সে সময় সতীশকে বাড়ীতে একাকী থাকিতে হইত। এই সমস্ত সময় সতীশ কি করিত তাহা বলিতেছি।

সতীশের একটী সুন্দর কুকুর ছিল। সতীশ যেখানে যাইত কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সহিত বেড়াইতে বা খেলা করিতে সতীশের পিতা সতীশকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কুকুরটীই সতীশের বন্ধু ও খেলার সঙ্গী ছিল। সতীশ যখন পোষাক পরিয়া চাকা লইয়া খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইত, কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত এবং পরিশ্রম হইলে সতীশ যখন বাড়ীর সম্মুখে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিত, তাহার সঙ্গীও নিকটে আসিয়া বসিত। বস্তুতঃ 'ভুলো' সতীশকে যেমন ভালবাসিত, দুটী ছোট ছেলে পরস্পরকে এরূপ ভালবাসে কিনা সন্দেহ। কখন কখন সতীশ নিদ্রিত হইয়া পড়িত,—তখন ভুলোই তাহার বালিশ। ঐ দেখ কুকুরের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া কেমন ঘুমাইয়া আছে!

এক দিন সতীশ এইরূপে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ শুনিতে পাইল সম্মুখের বনের অন্য দিক হইতে এক এক বার 'মিউ' 'মিউ' শব্দ হইতেছে, আবার তাহার পরেই ভয়ানক হাসির শব্দ আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বালকের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। প্রচুর উৎসাহ দেখিয়া ভুলো 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দ করিতে করিতে অগ্রে ছুটিল। বনের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড দীঘি। সতীশ এবং তাহার সঙ্গী দুজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল পাড়ার দু তিন জন দুষ্ট বালক একটী রোগা বিড়াল শাবককে জলে ফেলিয়া দিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিড়ালটী যত প্রাণের ভয়ে 'মিউ' 'মিউ' করিতেছে, ছেলেগুলি ততই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া প্রস্তর চালাইতেছে। সতীশের মনটী বড় ভাল—দেখিয়াই তাহার ক্লেশ হইল; এমন দেখিলে কাহার না ক্লেশ হয়? দেখিবা মাত্র সতীশ ভুলোকে জলে যাইতে ইঙ্গিত করিল। ভুলো চক্ষের নিমেষে জলে পড়িয়া বিড়ালশাবককে তীরে আনিল, এবং সতীশের পায়ের নিকটে তাহাকে রাখিয়া মুখপানে

চাহিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। সুবুদ্ধি বালক শীঘ্র বিড়ালটীকে তুলিয়া লইয়া গা মুছাইতে দিল, এবং তাহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। যে দুষ্ট তিনটী বালকের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই,—যখন দেখিল সতীশ বিড়াল লইয়া বাড়ী যায়, তখন এক জন সম্মুখে আসিয়া বলিল 'ওগো বাবু, বড় যে আমাদের বাচ্ছা লইয়া ঘরে যাইতেছ! সাহস কি?" যে বালক এই কথা বলিতেছিল, তাহার হাতে এক গাছা লাঠি এবং তাহার গায়ে সতীশের অপেক্ষা বল অনেক অধিক। কিন্তু সতীশ তাহাতে ভয় পাইল না। সতীশ জানিত যাহারা অসৎ বালক তাহাদের গায়ে বল থাকিলেও সাহস থাকে না। এই জন্য সে সাহস করিয়া বলিল "এটী তোমাদের বিড়াল নহে, তোমরা যখন উহাকে মারিতে গিয়াছিলে, তখন আর তোমাদের উহার সহিত কি সম্বন্ধ?" বালক লাঠি তুলিয়া রাগভরে বলিল "আমাদের বিড়াল আমরা মারি আর যাহাই করি, তাহাতে তোমার কি? এখন ও কথা থাক্, বিড়ালছানা রাখ, নতুবা এই লাঠির দ্বারা তোমার মাথা চিরিয়া দিব" সতীশ আরও সাহসের সহিত বলিল "আমার মাথা ছিড়িয়া ফেলিলেও পাইবে না। তোমাদের গায়ে বেশী বল আছে বলিয়া কি মনে ভাব যে যতক্ষণ আমি অজ্ঞান হইয়া না পড়িতেছি, ততক্ষণ এই নির্দ্দোষী বিড়ালছানাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে দিব?"—দুষ্ট বালকের হাতের লাঠি সতীশের মাথায় পড়িল। এক ঘা খাইয়াও সতীশ দণ্ডায়মান। কিন্তু সতীশকে আর একঘা মারিতে হইল না। ভুলো এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল তাহার প্রভুকে একটা বালক শাস্তি দিতেছে, তখন ভুলোর তাহা সহ্য হইল না। বাঘের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভুলো সেই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল এবং নখের আঘাতে তাহার হাত ও পা খানিকটা চিরিয়া দিল। অন্যান্য বালকগণ তাহাদের সঙ্গীর এই দুর্দ্দশা

দেখিয়া 'বাপরে! বাঘ! খেয়েছেরে!' এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সতীশ অতি কষ্টে ভুলোকে থামাইয়া গৃহে ফিরিল। সেই অবধি সেই দুরন্ত বালকেরা আর পশুর প্রতি অত্যাচার করিত না। বিড়ালশাবককে সঙ্গে লইয়া সতীশ ঘরে আসিল। আগুণে সেকিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ খাইতে দিয়া সতীশ বিড়াল-ছানাকে প্রাণে বাঁচাইল, এবং সেই দিন তাহার পিতা কর্ম্ম-স্থান হইতে আসিলে, তাঁহাকে এই সকল ঘটনার কথা বলিল। তাহার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'বেশ কার্য্য করিয়াছ,'— ইহাতেই সতীশ মাথার বেদনা ভুলিয়া গেল, এবং সমস্ত কষ্টের ফল লাভ করিল। সেই দিন অবধি সতীশের দুটী সঙ্গী হইল—'ভুলো' কুকুর এবং 'হারুমণি' বিড়াল।

ঊষা।

উঠ, উঠ, ছোট বোন! পোহাইল রাতি,
কতকাল রবে আর পড়িয়া শয্যায়!
ওই দেখ ডালে ডালে ফুল কত জাতি
বাগান করেছে আলো বিমল শোভায়।

ওই শোন পাখীগণ ধরিয়াছে গান,
টুপ্ টাপ্ জলবিন্দু যেন তাল ধরে,
আলোকে শিশিরজল হীরক-সমান
শোভা পায়; ঝুপ্ ঝুপ্ পড়ে বায়ু ভরে।

গুন্ গুন্ রব তুলি শ্রমী মধুকর,
মধু আশে ঘুরিতেছে বাগান-মাঝার
চলি ফিরি পরিশ্রমে না হয় কাতর—
শুধু ছুটে, ছুটে ছুটে ফিরে অনিবার।

চেয়ে দেখ জলাশয়ে ছোট মাছ কত
লেজ নেড়ে উঁচু নীচু ছুটিয়া বেড়ায়;
জল নাড়ে খেলা করে, সাধ যত;
প্রভাতের কাজে সবে শরীর লাগায়।

ওই দেখ মাঠে বসি, ছাড়িয়া গোপাল
গাছতলে, কুতুহলে রাখাল বসিয়া
করে গান, সুখী-প্রাণ, সম্মুখে জঞ্জাল
ভয় নাই কোন গরু যাবে হারাইয়া।

ছুটিয়া মায়ের কাছে, চলিছে বাছুর
মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে পলাইয়া যায়,
মেষের শাবক মাকে দেখিয়া সুদূর
'ভ্যাভ্যা' রবে দুধপানে মার পানে ধায়।

ওঠ বোন কতকাল রবে ঘুমাইয়ে,
পৃথিবীর সব জীব জাগিয়া উঠেছে;
এ সময়ে কোন্ লাজে থাকিবে পড়িয়ে!
ওঠ ওঠ! বাজা রবি ওই প্রকাশিছে!

এমন সাধের দিবা কাটিলে নিদ্রায়,
কিবা কাজ হবে বোন তাই ভাবি মনে,
ওঠ! ওঠ! ছিছি একি! দিন বহি যায়!
নিজ কাজে রত হও পরম যতনে।

গাভী মেষ আদি যত সবাই চেতনে,
পশু তারা তবু সবে নিজ কাজে রত!
তুমি তবে বল বোন! বলনা কেমনে
কাটাইছ কাল, আহা! নির্ব্বোধের মত?

যাঁহার করুণা বলে এদিন পাইলে,
সুখেতে কাটিছ দিবা যাঁহার কৃপায়,
রজনীতে যাঁর কৃপা গুণেতে বাঁচিলে
আঁখি মেলি, ভক্তি-ভাবে পড় তাঁর পায়।

বিলাতের পত্র।

ক্রীষ্টাল প্যালেস বা স্ফটিক প্রাসাদ-পরিদর্শন।

প্রভাতকালের সুন্দর সূর্য্যকিরণে সিডেনহাম নামক পল্লীস্থ স্ফটিক-প্রাসাদ পরিদর্শন করা বড়ই আনন্দকর। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বালিকা এই স্ফটিক প্রাসাদে আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়। ইংরাজী ১৮৫৪ সালে এই প্রাসাদটী প্রস্তুত করা হয়। প্রাসাদটী দেশবিদেশের নানারূপ দ্রব্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়. চারিদিকে নানারূপ দেখিবার জিনিস আছে। মধ্যস্থলে আজকাল নানারূপ খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি [redacted] ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাসাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গন অর্থাৎ উঠান, কোন কোন অঙ্গনে পূর্ব্বকালের বাড়ীর মতন দ্রব্যাদি সাজান। প্রাচীনকালে ভূমিকম্প হইয়া ইটালীদেশে পম্পিয়াই নগর মাটীর মধ্যে বসিয়া যায়; সম্প্রতি তাহার মধ্য হইতে একটী ভদ্র লোকের বাড়ী বাহির হইয়াছে, তাহার আকৃতি এবং দ্রব্যাদি যেরূপ, এই স্ফটিক-প্রাসাদের একটী অঙ্গন সেইরূপ সাজান। দেয়ালে নানারূপ সুন্দর বর্ণে ফুল, পক্ষী, [redacted] কুঞ্জবন অঙ্কিত রহিয়াছে, কুঞ্জবনের মধ্য হইতে ছোট ছোট পরী উঁকি মারিতেছে। মধ্যস্থলে একটী সুন্দর শীতল জলের ফোয়ারা,—তাহার চারিদিকে ছোট ছোট ঘর; সেগুলি পূর্ব্বকালের শয়নঘরের মত।

আর একটী অঙ্গনের নাম মিসর-অঙ্গন। এইখানকার দেয়ালে প্রাচীন মিসর-দেশের আশ্চর্য্য দেবতা [redacted] চিত্রিত রহিয়াছে; দেয়ালের এক পার্শ্বে প্রাচীন মিসরীদিগের চিত্র-লিপি (অর্থাৎ ছবির দ্বারা তাহারা যেরূপ লিখিত, সেইরূপ) অঙ্কিত। যদিও দেয়ালগুলি চূণ এবং বালির দ্বারা প্রস্তুত, তথাপি সে গুলিকে দেখিতে ঠিক প্রাচীনকালের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় (প্রাচীনকালের প্রস্তরের নির্ম্মিত দেয়ালের কিছু অংশ লণ্ডনের বড় যাদুঘরে আছে)। মিসর অঙ্গনে স্ফিঙ্কস্ নামক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর নিনেভা-অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে চূণ এবং বালির দ্বারা নির্ম্মিত, নানা বর্ণে চিত্রিত, ডানাযুক্ত দুটী বৃহৎ সিংহ। প্রাচীন নিনেভা-নামক নগরের [redacted] কোন মন্দিরের দ্বারে যেরূপ দুটী সিংহ থাকিত, ইহা তাহারই অনুকরণ। নিনেভা-অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরেই গ্রীক এবং রোমীয় অঙ্গন। এই দুটী অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীনকালের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচ সকল রহিয়াছে। সেগুলি এত সুন্দর যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিল্পীরাও ইহার ন্যায় সুন্দর, মনোহর কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

কয়েকটী অঙ্গনের নাম চিত্রশালিকা-অঙ্গন। এখানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নানারূপ পরম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের একটী সুন্দর ধর্ম্মালয়ের দ্বার, মাইকেল এঞ্জেলো নামক বিখ্যাত শিল্পীর নির্ম্মিত প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-ঋষি মূষার মূর্ত্তি, ফরাসীদেশের রাজধানী পারিস নগর ও ইটালী দেশের পরম সুন্দর ফ্লোরেন্স সহর হইতে আনীত নানারূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, এখানে এই সকল দ্রব্য দেখিলে মন মোহিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও এত রকমের জিনিষ রহিয়াছে যাহার বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।†

স্ফটিক-প্রাসাদের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর

† বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপে কাচ [redacted] লৌহ-দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম, 'স্ফটিক-প্রাসাদ' হইয়াছে। স, স।

* আরবদেশের [redacted] এবং পারস্যদেশের পশ্চিমে এই স্থানে পূর্ব্বে একটী নগর ছিল। [redacted]র সহরের এখন কিছুই নাই। কেবল টাইগ্রিস নদীর তীরে মোসল নামক নগরের নিকটে কতকগুলি ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখা যায়। স, স।

কাচনির্ম্মিত ঝরণা আছে। সেই ঝরণার চারি দিকের জলে নানারূপ স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় মৎস্য খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং জলের চারিদিকে স্তরে স্তরে পরম মনোহর ফুল সকল সাজান রহিয়াছে। প্রাসাদের অপর পার্শ্বে আর একটী মারবেল পাথরের নির্ম্মিত ফোয়ারা, কিন্তু সেটী কাচনির্ম্মিত ঝরণাটীর ন্যায় সুন্দর নহে। এই ফোয়ারার সম্মুখে কতকগুলি বড় 'মজার' টেয়া পাখী বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা সুন্দর কথা কয়, এবং যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ এবং আদর না দেখাও, তাহা হইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। নিকটে পিঞ্জরে কতকগুলি বানর এবং অন্যান্য অনেকগুলি পশু দেখা যায়। একবার আগুণ লাগিয়া এই ভাগের খানিকটা স্থান পুড়িয়া যাওয়াতে একটী বৃহৎ বানর এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য [redacted] প্রাসাদের কিয়দংশ নষ্ট হয়। তদবধি প্রাসাদটী কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গ্রীষ্মকালে পরম সুন্দর নানারূপ ফুল ফুটিয়া মন হরণ করে, মধ্যে মধ্যে চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল মাথা তুলিয়া আরও সৌন্দর্য্য বাড়ায়। চারিদিকে ফোয়ারা, জলপ্রপাত প্রভৃতি যখন জল ছড়াইতে থাকে, এবং তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন রামধনুর শোভা দেখা যায়, তখনকার সে সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে যে সকল বড় [redacted] ছিল, তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ সেইরূপ আকারের [redacted] দেখা যায়। এই সকল [redacted] আজকালকার সকল [redacted] অপেক্ষা বৃহৎ; এমন কি হস্তীও [redacted] বৃহৎ নহে। সে আকারের কোনও জন্তু আজকাল দেখা যায় না। এই ভাগটী নানারূপ গাছপালাতে সাজান; মধ্যে মধ্যে বিদেশ হইতে আনীত সুন্দর সুন্দর চারা গাছও রোপিত হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি ইংলণ্ডের দারুণ শীতে সচরাচর বাঁচে না।

প্রাসাদের একটী প্রধান আকর্ষণের জিনিশ মনোহর বাদ্য। সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন এবং শীতকালের শনিবারে রমণীয় ঐক্যতান বাদ্য হয়। কেহ পিয়ানো বাজায়, কেহ গান গায়, এইরূপে খুব আনন্দে সময় কাটে।

প্রাসাদের মধ্যে কখন কখন পোষা পাখী দেখান হয়। তখন নানা স্থানের নানারূপ মোরগ মুরগী, এবং পায়রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় প্রাসাদের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত কেবল এই দৃশ্য। বৃহৎ খাঁচায় দলে দলে পাখী,—পাখার ঝট্‌পটে এবং কোঁ কোঁ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার কুকুর প্রদর্শনী মেলা হয়; তখন সুবৃহৎ (Mastiff) মাষ্টিফ্ কুকুর হইতে ইন্দুরের ন্যায় ছোট (Terrier) টেরিয়ার কুকুর পর্য্যন্ত সব রকমের কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। কখনওবা 'বিড়াল প্রদর্শনী' হয়; তখন প্রাসাদের কোন কোন অঙ্গন বিড়ালে পূর্ণ হইয়া যায়।

স্ফটিক-প্রাসাদ লণ্ডন নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে স্থিত। ঘোড়ার গাড়ী বা রেলওয়ে, দুই উপায়েই তথায় যাওয়া যায়। রেলওয়েতে যাওয়া সুবিধা বলিয়া অনেকে রেলেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। উৎসব বা কোন মেলা উপলক্ষে দলে দলে যাত্রী লইয়া লণ্ডন হইতে রেলের গাড়ী সকল সিডেনহাম পল্লীতে আইসে, এবং এত লোকের জনতা হয় যে সন্ধ্যাকালে সহরে ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে স্থান পাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে।

(অনুবাদিত)

কুমারী টি——

লণ্ডন।

———

মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

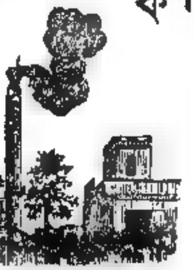

কলিকাতা পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অনেক বালক বেড়াইতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই গোলদীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে অদ্যকার চিত্রের ন্যায় খানিকটা স্থান নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা কি, এবং কিসের জন্য গোলদীঘির মধ্যে আসিল, ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে সকল বালক একটু বড় তাঁহারা জানেন উটী হেয়ার সাহেবের গোর। কিন্তু তাঁহারাও বোধ হয় জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টা করেন নাই যে গোরের উপরের গোলাকার থামের গায়ে কি লেখা আছে। আমরা প্রথমতঃ তাহাই জানাইতেছি;—

"এই গোর-স্থানের মধ্যে ডেবিড হেয়ারের শরীর রহিয়াছে; এই স্থানটী তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র এবং বন্ধুদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। হেয়ার সাহেবের জন্মভূমি স্কট্‌লণ্ড; তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই সহরে আগমন করেন, এবং ঘড়ি নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে পরিশ্রম ও সৎচরিত্রের গুণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে পরলোকগত হন। অল্পকালের জন্য এই দেশে আসিয়া তিনি এই দেশকেই নিজের দেশ করিয়া লন, এবং যতদিন জীবিত ছিলেন সমস্ত সময় আহ্লাদের সহিত অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও যত্ন সহকারে বাঙ্গালীদিগের শিক্ষা এবং চরিত্র বিষয়ক উন্নতি, এই একমাত্র প্রধান এবং প্রিয় উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করেন; এই কার্য্যে শারীরিক ক্লেশ, অর্থ, বা বাচনিক উপদেশ, তিনি কিছুই বাকী রাখেন নাই। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তি দিয়াছে এবং আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে পিতৃতুল্য প্রিয়তম এবং স্বার্থশূন্য বন্ধু বলিয়া খেদ করিতেছে।"

যাঁহারা সদা সর্ব্বদা গোলদীঘিতে বেড়াইয়া বেড়ান তাঁহারা হয়ত এ কথাগুলি দেখিয়াও দেখেন না। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, কিসের জন্য তিনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-তুল্য, এ সকল কথা জানিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এই জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের কথা কিছু কিছু লিখিব। তবে সর্ব্বপ্রথমে এই বলিয়া রাখি যে আমরা এখন যে ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছি, এই ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হেয়ার সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে করেন।

যখন হেয়ার সাহেব এদেশে প্রথম আইসেন তখন আমাদের দেশের লোকের বড় দুরবস্থা ছিল। হেয়ার সাহেব দেখিলেন এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে এই দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তখন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু দেশের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরাজী স্কুল করিতে পরামর্শ দেন। ইংরাজী শিক্ষা দিলে দেশের উপকার হইবে, এ কথা মহাত্মা রামমোহন স্বীকার করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে হেয়ার সাহেবকে ভালরূপ সাহায্য করেন নাই। তখন হেয়ার সাহেব নিরাশ না হইয়া সেই সময়কার হাইকোর্টের প্রধান বিচার-

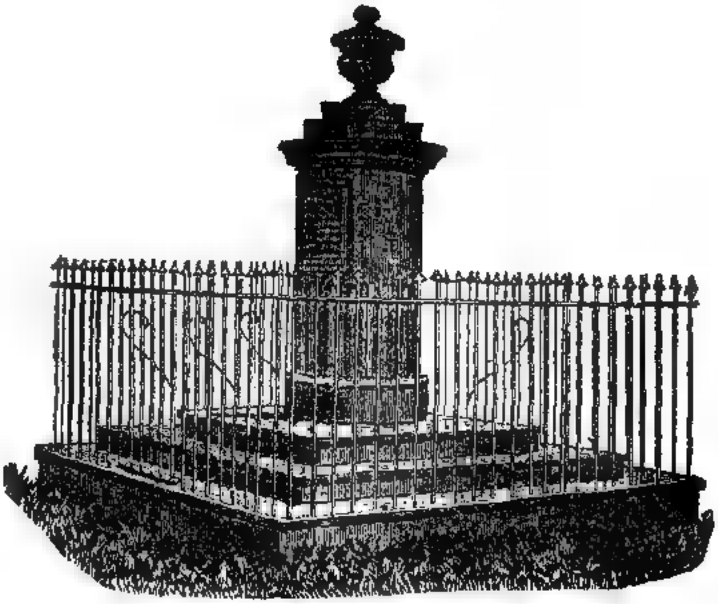

পতি সার্ হাইড্ ঈষ্ট্ সাহেবের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলেন। সার্ হাইড্ এই প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রধান লোকের মত জানিলেন, যখন শুনিতে পাইলেন ইংরাজী শিক্ষা করিতে অনেকেরই মত আছে, তখন হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইল (১৮১৬ খৃষ্টাব্দ)। সে আজ প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব্বকার কথা। হেয়ার সাহেব যদিও নিজে শিক্ষক ছিলেন না তথাপি তিনি এত অধিক সময় স্কুলের বালকদিগের সহিত থাকিতেন, যে বালকেরা শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক চিনিত।

হিন্দুকালেজের স্থাপনার পর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে দুটী সভা হয়, একটীর নাম স্কুল সোসাইটী, অপরটীর নাম স্কুল-বুক সোসাইটী। যে সকল বালক সঙ্গতি অভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া, যে সকল দেশীয় পাঠশালা সাহায্য-অভাবে ভালরূপ চলে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অথচ দরিদ্র কতকগুলি বালকের কালেজের বেতন দ্বারা সহায়তা করা, প্রধানতঃ এই সকল কার্য্যের জন্য স্কুল-সোসাইটীর জন্ম হয়। এই সভার উদ্যোগে অনেকগুলি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে চাঁপাতলা স্কুল এবং ঠনঠনিয়া স্কুল বিখ্যাত। এই দুটী স্কুল নানা কারণে কিছু কাল পরে একত্র মিশিয়া 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' এই নাম ধারণ করে, এবং আজ কাল 'হেয়ার স্কুল' এই নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটীর উদ্যোগে অনেকগুলি ইংরাজী বাঙ্গালা পড়িবার পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সভাটী আজিও আছে।

হেয়ার সাহেব নাম কিনিবার ইচ্ছা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বালকদিগের সন্ধান লইতেন, স্কুলে দেখা না পাইলে তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, এবং কখন তাহাদিগের সহিত খেলা করিয়া, কখন মিষ্ট তিরস্কার করিয়া তাহারা যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।

ঘড়িনির্ম্মাণ-ব্যবসায়ে হেয়ার সাহেব

টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে গেলে, তিনি মহাসুখে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু এ দেশের বালকদিগের প্রতি তাঁহার কেমনই একটু মায়া জন্মিয়া গেল যে আর তাহাদিগের উপকারের চেষ্টা না করিয়া যাইতে পারিলেন না। হেয়ার সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল সত্য ঘটনার কথা শুনা যায়, তাহা বলিলে হয়ত অনেকে মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহার এক তিলও মিথ্যা বা অতিরিক্ত বলা নহে। আমাদের এখানে আর অধিক স্থান নাই। সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা বলিয়া অন্য বারে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প বলিব।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে তাহাদের পীড়া হইলে অনেক সময় তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। বাড়ীর মেয়েরা হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না। বরং ছেলের পীড়া হইলে যদি সাহেব দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবনা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। বিছানার নিকটে হেয়ার সাহেব বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন, অন্যদিকে বাড়ীর মেয়েরা বসিয়া আছেন,—এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়াছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ৬৭ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে দয়ার সাগর বাঙ্গালীর "পিতৃতুল্য বন্ধু" হেয়ার সাহেবের প্রাণ যায়। তাঁহার পীড়ার সম্বাদ সকলে পাইতে না পাইতে তাঁহার মৃত্যু হইল। সে দিন ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু হেয়ার সাহেবের নিকট যাহারা উপকার পাইয়াছে, তাহারা বৃষ্টি মানিবে কেন। জলে ভিজিয়া দলে দলে বাঙ্গালী হেয়ার সাহেবের মৃত শরীরের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের পরম প্রিয় বন্ধুকে জন্মের শোধ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেবদিগের গোরস্থানে হেয়ার সাহেবকে গোর দেওয়া হয় নাই; যে স্থানে মহাত্মা হেয়ার বাঙ্গালীদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই স্থানের নিকটে, এবং যে বাঙ্গালীদিগের উন্নতির জন্য হেয়ারের প্রাণ গেল, তাহাদেরই মধ্যে হেয়ার সাহেবের শরীর মৃত্তিকার নীচে পোতা হইল।

উপকারীর প্রতি কে না কৃতজ্ঞ হয়? যাঁহার নিকট আমাদের জাতি বিশেষ উপকার পাইয়াছে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল গাঁথা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

মেয়েরা আমাদের কে?

পাঠিকাগণ! পুরুষদিগের সহিত আপনাদের কি সম্পর্ক, তাহাই এই প্রস্তাবে বলিব।

অতি বাল্যকালে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তখন মা কি ধন, তাহা জানিতাম না। আমার স্বভাব অত্যন্ত দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিল।—এই অবাধ্যতাতে যে আমার মাতার ভয়ানক ক্লেশ হইত, তাহা আমার ছোট বুদ্ধিতে আসিত না। আমি মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, এবং আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যের জন্য মায়ের প্রতি অত্যাচার করিতাম। মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন আমি নির্ব্বোধ! মার স্নেহ বুঝিলাম না—ভাবিলাম "পীড়া হইয়াছে, তাহাতো ভালই! এখন নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিব।" অসহ্য যন্ত্রণায় মাতার মৃত্যু হইল; এক দিন মাতার কাছে বসিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ করিলাম না; যে রাত্রিতে মাতা চলিয়া গেলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে—

অবোধ আমি—ছুটিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেলাম।

অনেক দিন গেল। সকলেই ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়—আমি কার কাছে যাইব ? কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। অবশেষে এক দিন আমার মাতার কথা মনে পড়িয়া গেল। বড় হইলাম—লেখা-পড়া শিখিয়া বুদ্ধি একটুকু পরিষ্কার হইল,—তখন একদিন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার মাতার চরিত্রের গুণে অনেকেই তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন, তাঁহাদেরই এক জন আমাকে নিকটে পাইয়া আমার মাতার ভালবাসার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার মাতা তোমাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা কি তুমি জান ? যখন তিনি মরিতে বসিয়াছেন, তখন আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'আমি চলিলাম। আমার ছেলেটী রহিল. উহাকে দেখিও। গোঁয়ার, যদি তোমাদিগের বালকবালিকাকে প্রহার করে—আমার অনুরোধ উহাকে কিছু বলিও না। আমি ভগবানকে ডাকিয়াছি, তিনি উহাকে নিশ্চয়ই সুমতি দিবেন। যতদিন সে দিন না আসে ততদিন দয়া করে এ অভাগিনীর অনুরোধ মনে করিয়া সব সহ্য করিও', এই কথা বলিতে বলিতে মাতার চক্ষু-দিয়া জল পড়িতে লাগিল।" আমি যখন এই কথা-গুলি শুনিলাম, তখন আমার প্রাণ ধরিয়া কে যেন নাড়িয়া দিল। সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একস্থানে বসিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিলাম "হে জগদীশ! এইতো তুমি সুমতি দিয়াছ, এখন আর আমি গোঁয়ার নহি, কিন্তু মাতো দেখিতে আসিলেন না, মায়ের প্রতিতো সদয় ব্যবহার করিতে পারিলাম না।"

মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া যে মাতা নিজের জ্বালা ভুলিয়া প্রাণের টানে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি স্ত্রীলোক। বালকবালিকা-গণ! এখন হয়ত বুঝিতেছ না, 'মা কেমন স্ত্রী-লোক,' কিন্তু যে দিন মা থাকিবেন না, যে দিন পরের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে চাহিবে, যে দিন বড় হইয়া নানারূপ জ্বালায় যন্ত্রণায় পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে, তখন জানিবে মা থাকিলে কি হইত, এবং নাই যে তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছে!

আবার, যখন ছোট ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিতাম, তখনকার কথা মনে হইলেও ভয়ানক ক্লেশ হয়। সে ভগিনীর সহিত এখন আর দেখা হয় না, কারণ তাহার বাড়ী আর আমার বাড়ী এখন আর এক নহে। দুই বৎসরে যদি দুদিন দেখা হইল. তাহা হইলেই যথেষ্ট। বাল্যকালে যাহার সহিত মাতৃস্তন্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছি, আজ তাহার দিকে মন টানিতেছে; কিন্তু আর উপায় কি ? ভাবিতেছি যত দিন ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ততদিন যদি তাহাকে ভাল বাসিতাম তাহা হইলে আজ এত ক্লেশ হইত না। আজ তাহার নিজের একটী সংসার হইয়াছে, অথচ আমাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল। এ স্নেহের টান, এ ভালবাসা ভগিনী ভিন্ন আর কাহার হইবে ? এমন ভগিনীও স্ত্রীলোক।

আমাদের মাতা স্ত্রীলোক, ভগিনী স্ত্রীলোক এবং অধিক ভাল বাসিবার লোক যাঁহারা সকলেই স্ত্রীলোক। কাহারও পিতামহী, কাহা-রও ধাত্রী (ধাইমা বা বুড়ি ঝি) এইরূপ সক-লেরই স্নেহের আধার স্ত্রীলোক। এইরূপ ভাল-বাসা পুরুষের হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য সহজেই বুঝা যায় যে জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে দয়াতে, ভালবাসাতে পূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি যেন এই বলিয়া দিয়া-ছেন "হে আমার কন্যাগণ! তোমরা পৃথিবীতে যাও, এবং মাতা হইয়া, ভগিনী হইয়া, কন্যা হইয়া, ধাত্রী হইয়া কঠিন পুরুষকে স্নেহে ভাসা-ইয়া দিয়া সংসারকে স্বর্গ করিয়া দাও।"

সংসারকে স্বর্গ করাই স্ত্রীলোকের কার্য্য, ইহা

যেন পাঠিকাদিগের স্মরণ থাকে। পাঠিকাদিগকেও বলি তাঁহারা যেন অনর্থক আপন আপন ভগিনী-দিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে না যান, যাহাতে বালিকাদিগের উন্নতি হয়, যাহাতে তাঁহারা নিজের শক্তি বুঝিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারেন, সুশিক্ষিতা হইতে পারেন, পাঠকগণ যেন সে বিষয়ে মনোযোগী হন।

বৃষ্টি।

"তোমরা কি জান, বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?" শিক্ষকের এই কথা শুনিয়া ৭ বৎসরের বালক মণিমোহন বলিয়া উঠিল "আমি জানি। হাতীরা সমুদ্র হইতে শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া আকাশের উপর হইতে ছড়াইয়া দেয় তাহাতেই বৃষ্টি হয়।"

শিক্ষক হাসিয়া বলিলেন "মণি! তোমাকে এ কথা কে শিখাইল? ভাল, হাতীগুলি কিরূপ বলিতে পার?"

মণি। মেঘের মত গায়ের রং—ঠাকুরমা বলিয়াছেন।

হরি, মতি, কেশব, সুরেন্দ্র সকলেই মণির কথায় হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা, কেশব তুমি বল দেখি বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?"

কেশব বলিল "মেঘ হইতে।"

শিক্ষক। মেঘ কি? মেঘই বা কোথা হইতে আইসে?

কেশব। জানি না।

সুরেন্দ্র। আমি জানি। সমুদ্র হইতে মেঘ উঠে।

শিক্ষক। তোমার অনেকটা ঠিক বলা হইয়াছে। আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ একটী বিষয় তোমরা বোধ হয় জান। বল দেখি সোলা জলে ভাসে কেন?

মতি। সোলা জলের অপেক্ষা হাল্‌কা, এই জন্য।

হরি। সে দিন ভৈরব চুণীদের বাড়ীর কাছে আমরা খেলা করিতে গিয়াছিলাম; তখন দেখিলাম তাহাদের শিমুলগাছ হইতে ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতেছে। তাহার কতকটা নীচে পড়িয়া গেল, আর কতকটা সরু সরু হইয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মণি। আমি দেখিয়াছি। সেগুলি অতি সুন্দর।

হরি। তুলাগুলি যে বাতাসে ভাসিতেছিল সেও তাহা হইলে এই কারণে যে তুলার সরু সরু খণ্ডগুলি বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা।

শিক্ষক। হাঁ—অনেকটা তাই বটে। আচ্ছা এখন যাহা বলি মনোযোগ করিয়া শুন। ভয়ানক রৌদ্রের সময় পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়, তাহা জান। ভাল, এ জল কোথায় যায় জান?

সুরেন্দ্র। মাটীতে বসিয়া যায়।

শিক্ষক। খানিকটা মাটীতে বসিয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্তটা যায় না। বাকীটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

মণি। বাষ্প কি?

শিক্ষক। বাষ্প বাতাসেরই মত, তবে বাষ্প কখন কখন দেখা যায়।

যেমন খুব ঠাণ্ডা করিলে অনেক জলের মত জিনিষ বরফ হইয়া যায়, তেমনি খুব গরম করিলে অনেক জিনিষ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন ভয়ানক রৌদ্র হয়, তখন সমুদ্র, নদী, পুকুর প্রভৃতি হইতে রৌদ্রের তেজে অনেক বাষ্প উঠে।

যদি এক খণ্ড সোলা লইয়া জলের তলায় ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে কি সোলার খণ্ডটী সেই খানেই থাকে?

মণি। না, না! লাফাইয়া উপরে উঠে।

শিক্ষক। বেশ, মণি! এই জন্যই রৌদ্রের তেজে যখনই সমুদ্র, প্রভৃতি হইতে বাষ্প উঠিল, অমনি হাল্‌কা বলিয়া বাষ্প লাফাইয়া বাতাসের উপরের দিকে চলিয়া গেল। এখন বুঝিয়াছ?

কেশব। আপনি বলিলেন বাষ্প প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু মেঘত দেখা যায়। তবেত বাষ্প আর মেঘ এক জিনিশ নয়।

শিক্ষক। বুঝাইয়া দিতেছি। জল হইতে গরমেতে যদি বাষ্প হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে অবশ্য জল হইবে।

সকলে। হাঁ।

শিক্ষক। তোমরা বোধ হয় জান পাহাড়ে দেশ বড় ঠাণ্ডা।

মতি। আমি জানি। বাবা দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এখানে যখন গরম, তখন সেখানে লেপ গায়ে দিতে হয়।

শিক্ষক। পাহাড়ে দেশ খুব উচ্চ বলিয়া তথায় শীত অধিক। উচ্চ যায়গা না হইলেই যে শীত হইবে না, তাহা বলিতেছি না; তবে মোটা মুটি জানিয়া রাখিয়া দাও, যে উচ্চ যায়গায় শীত খুব বেশী। কেন উচ্চ যায়গায় শীত বেশী হয় তাহা জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। তবেই বুঝিতে পার, বাষ্প উপরে গিয়া খুব ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে।

সকলে। বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। এই ঠাণ্ডায় পড়িয়া বাষ্প জল হইয়া যায়, কিন্তু সেই জলবিন্দু এত ছোট ছোট যে অনায়াসে বাতাসের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। আমরা আকাশে যে মেঘ দেখিতে পাই, সে এই জলবিন্দু। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না, মেঘ খুব গাঢ় না হইলে বৃষ্টি হইতে পারে না; তাহার পর, বাতাসে মেঘকে তাড়াইয়া অন্য দেশে লইয়া যায়, তাহাও বৃষ্টি না হইবার কারণ। যাহা হউক, যখন এই ছোট ছোট জল বিন্দু বাতাসের তাড়ায় এক সঙ্গে মিশিয়া ভারী হয়, তখনই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বুঝিয়াছ।

আজ এই পর্য্যন্ত। অন্য একদিন এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে গল্প করা যাইবে। এখন বাড়ী যাও।

ছেলেরা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বৃষ্টির বিষয়ে গল্প শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইল। মনে মনে ভাবিল বাড়ীতে গিয়া এই বিষয়ে সকলকে গল্প করিব।

কেশব বলিল "মেজকাকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিব।"

মণি বলিল "পুঁটীকে শিখাইয়া দিব।"

মতি বলিল "মার কাছে গিয়া এই গল্প বলিব।"

হরি বলিল "আমার কেবল খেলা! আচ্ছা, আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে।"

সুরেন্দ্র বলিল "বৃষ্টির দিনে এই সকল কথা সকলকে মনে করিয়া দিব।" এইরূপ বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, গোলমাল করিতে করিতে, মাষ্টার মহাশয়কে গুড্‌বাই সার, (Good bye, Sir) বলিয়া নমস্কার করিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ধাঁধা।

১। নাক হাতে করিয়া যায় কে?

২। --।--।--।--খাইতে মিষ্ট। প্রত্যেক ড্যাসের যায়গায় একটী মাত্র অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বসাইতে পারিবে। বলত কি জিনিশ?

৩। এরূপ ভাবে কতকগুলি কথা স্থাপিত করা যায়, যে লম্বার দিকে, চওড়ার দিকে—যে দিকে পড়িবে, একই কথা হইবে। যথাঃ—

অ—তু—ল
|　|　|
তু—মি—ও
|　|　|
ল—ও—না

এখানে লম্বা এবং চওড়ার প্রথম [illegible] 'অতুল', লম্বা এবং চওড়ার দ্বিতীয় [illegible] 'তুমিও', লম্বা এবং

চওড়ার তৃতীয় ছত্র 'লণ্ডনা' । সমস্তটা এক সঙ্গে হইলে 'অতুল, তুমিও, লণ্ডনা' এই কথাগুলি হইল । এইরূপে 'মদন' এবং প্রমদা' এই দুটী কথার দ্বারা এইরূপ চতুষ্কোণী বিভাগ পদ রচনা কর দেখি ।

৪ । বাঘের বয়স যত, সরলার বয়স তত ; রাখালের বয়স তাহার দ্বিগুণ ; নবীনের বয়স রাখালের অর্দ্ধেক, চপলার বয়স নবীনের অর্দ্ধেক , লাবণ্যলতার বয়স চপলার অর্দ্ধেক । রাখালের বয়স যদি [redacted] কুড়ির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়, তবে কাহার বয়স কত ?

৫ । নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া, তাহাতে কাহার নাম হয়, বাহির কর:—

নাম বিশেষ পরিচয় ।

মহঃমোবহয়মবর্কাউন—ছেলেদের জন্য কতকগুলি পুস্তক লিখেছেন ; মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হ'লে যখন কেহই প্রথমে মেয়ে দিতে সাহসী হন নাই, তখন ইনিই প্রথমে আপনার মেয়েকে স্কুলে দিয়া জাতিচ্যুত হন, এবং অন্য সকলের মেয়ে দিবার পথ পরিষ্কার করে দেন ।

শকপ্রয়চমেধি—কোনও এদেশীয় লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই, বড় লাট রিপন বাহাদুরের অনুগ্রহে ইহার সেই প্রধানতম পদ লাভ হইয়াছিল ।

৬ । একমাত্র চক্ষু মোর তাতে জ্যোতি নাই ;
অথচ তাতেই মম কার্য্য হয়, ভাই ;
মুখ মোর তীক্ষ্ণ অতি,
ব্যস্ত থাকি দিবা রাতি,
দরিদ্রের ঘরে তার জীবিকা যোগাই ।
কাছে থাকি বালিকার,
[redacted] কার্য্য করি তার ;
সুন্দর সুন্দর কাজে আমিই সহায় ।

সখা

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী ।

১ । 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র । মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না । আগামী মার্চ্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র ।

২ । পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব ।

৩ । বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না ।

৪ । শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে ।

৫ । বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব ।

৬ । সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে । কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক ।

৭ । ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল, বা কার্য্য-সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে [redacted] নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে ।

সাধারণ [redacted] যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

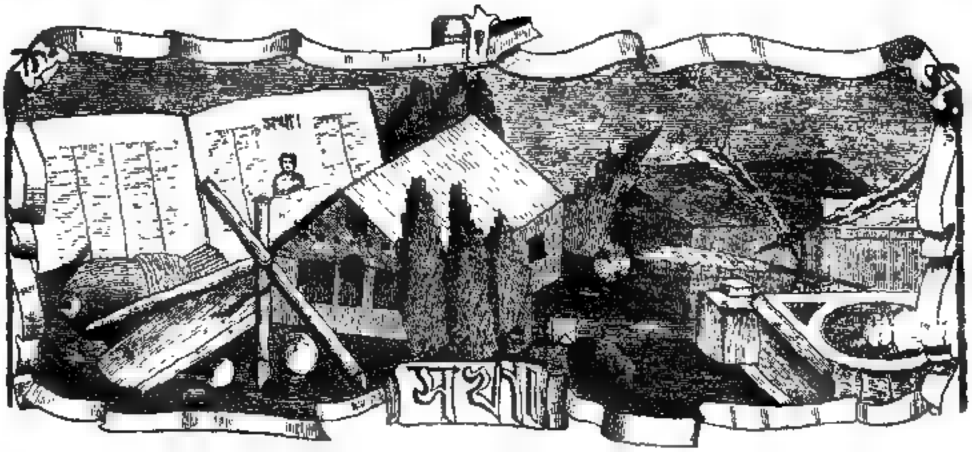

প্রথম ভাগ। কলিকাতা, বুধবার, ১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩। দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদকের নিবেদন।

যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক এবং বন্ধু, তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে এই এক মাসের মধ্যেই 'সখা'র গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আমরা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম প্রায় প্রত্যহই নূতন গ্রাহকের নাম আসিতেছে, এবং অনেক স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ, উপদেশপূর্ণ পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। 'সখা'র অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ উৎসাহ সকলে দিতেছেন, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যতদূর সম্ভব উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

কয়েকটী কথা এই খানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমাদিগকে কেহ কেহ কতকগুলি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর এই খানে দিতেছি, আশা করি তাহাতে অন্যান্য অনেকের কাজ হইবে।

১। 'সখা'তে বিবিধ সংবাদ নাই কেন? তাহার উত্তর স্থানের অভাব। আমরা স্থান হইলেই বিবিধ সংবাদ দিতে পারি।

২। ভীমের কপাল যেরূপ গল্প এই ভাবের গল্প অধিক থাকিবে কিনা?—যদিও এইরূপ ইংরাজী কাগজে এরূপ গল্প অনেক থাকে, তথাপি আমরা নানা কারণে এরূপ গল্প অধিক দিতে পারিব না।

৩। নানারূপ খেলার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই কেন? নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় প্রভৃতি শিখাইয়া দেওয়া হয় নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন কয়েকজন করিয়াছেন, তাহারও উত্তর স্থানাভাব।

৪। 'সখা'র ভাষাটী আরও সহজ করা হইবে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন। 'সখা'র লেখক ও লেখিকাদিগকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে, এরূপ আশা করা যায় যে অল্প কালের মধ্যেই 'সখা'র ভাষা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িবে। তবে 'ভীমের কপাল' প্রভৃতি গল্পের ভাষা খুব সহজ না হইলেও চলে, কেননা গল্প পাইলে ছেলেরা শক্ত ভাষা বুঝিয়া পড়িবে।

আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। 'সখা'র উপকারী বন্ধুদিগকে তাঁহাদের উৎসাহ, উপদেশ প্রভৃতির জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমরা শেষ করিতেছি।

আলোক-মঞ্চ।

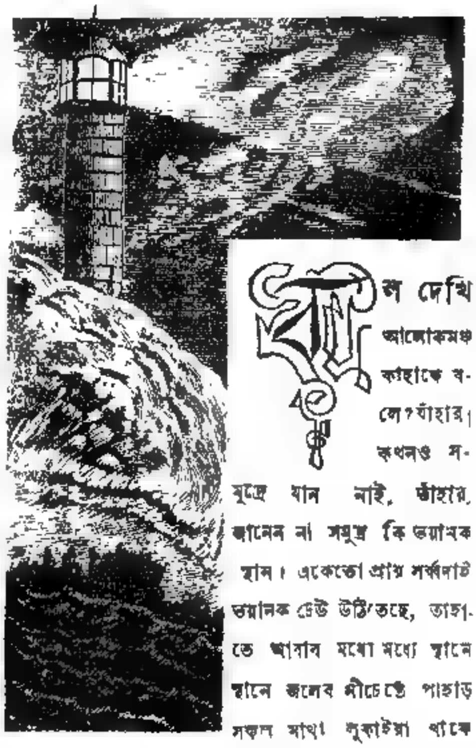

বল দেখি আলোকমঞ্চ কাহাকে বলে? যাঁহারা কখনও সমুদ্রে যান নাই, তাঁহারা জানেন না সমুদ্র কি ভয়ানক স্থান। একেতো প্রায় সর্ব্বদাই ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে জলের নীচেতে পাহাড় সকল মাথা লুকাইয়া থাকে ইহাতে জাহাজগুলিকে যে কত সময় কত বিপদে পড়িতে হয়, তাহার সীমা নাই। যদি রাত্রিতে এই সকল পাহাড়ের নিকটে কোনরূপ আলোকের বন্দোবস্ত না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের কি ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। অন্ধকারে জাহাজ বেগে চলিয়া আসিতেছে, কোথাও কোন গোল নাই, হঠাৎ একটী পাহাড়ে লাগিয়া জাহাজখানি চুরমার হইয়া গেল, তখন কত লোকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, ভাব দেখি? এইরূপ ভয়ানক বিপদ যত দূর সম্ভব বারণ করিবার জন্য পৃথিবীর অনেক স্থানে পাহাড়ের উপরে আলোকমঞ্চ সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উপরে যে চিত্র দেখিতেছ উটী এইরূপ একটী আলোকমঞ্চ।

সকল পাহাড়ই যে সমুদ্র-জলের নীচে লুকাইয়া থাকে তাহা নহে, দু একটী উপরে মাথা তুলিয়াও থাকে, কিন্তু জোয়ারের [illegible] আসিলে সে গুলিও খানিকটা ডুবিয়া যায়। মানুষেরা বুদ্ধি করিয়া এই সকল পাহাড়ের উপরে শক্ত করিয়া [illegible] তুলিয়াছে, এবং তাহার উপরে আলো দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। মঞ্চের নিকটে এক জন [illegible] সর্ব্বদাই থাকে, তাহাকে পরিবারের সহিত এইখানে থাকিতে হয়, সন্ধ্যা হইবামাত্র মঞ্চরক্ষক মঞ্চের উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেয়। এইসকল আলোক অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং দূরে যে সকল জাহাজ আসিতেছে, তাহারা এই আলোক দেখিয়াই সতর্ক হয়। কেবল যে লুকান পাহাড়ের উপরেই আলোক দিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহা নহে, সমুদ্রে যাইতে যে সকল স্থানে কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা, সেইখানেই রাত্রিতে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের গঙ্গানদী যেখানে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিকটে এক স্থানে একটী আলোকমঞ্চ আছে, কিন্তু সেটী পাহাড়ের উপরে নহে। এইরূপ আলোকমঞ্চ তোমার আমার কাজে লাগে না, কেননা আমরা সমুদ্রে যাওয়া দূরে থাকুক, বাড়ী ছাড়িয়া তিন পা নড়িতে চাহি না, কিন্তু যাহাদিগকে সর্ব্বদা সমুদ্রে চলিতে ফিরিতে হয়, সেই সকল জাহাজের মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা এই আলোকমঞ্চ পাইয়া সুখী কিনা? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, যে তিনি মানুষকে এমন সুবুদ্ধি দিয়াছেন, এবং মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ হই যে আমাদিগের প্রাণ বাঁচাইবার এমন সুন্দর উপায় করা হইয়াছে।"

কিন্তু সমুদ্রের সবাস্থিত সকল পাহাড়ের উপরেই যে আলোকমঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে, তাহা নহে। অনেক পাহাড়ে নাই, সে সকল স্থানে জাহাজ চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের অনেক উত্তরে এইরূপ একটী পাহাড়ময় স্থানে এক জন বিধবা জেলেনী বাস করিতেন। মাছ ধরিয়া এবং অন্য ছোট ছোট দুএকটী কাজ করিয়া জেলেনীর দিন চলিত, কিন্তু একটী ভাবনায় তাঁহার বড় ক্লেশ হইল। তিনি দেখিলেন রাত্রিতে অনেক জাহাজ পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, এবং তাহাতে বড় বিপদ হয়, অথচ সেখানে একটীও আলোকমঞ্চ নাই। বিধবা জেলেনী মনে মনে ভাবিলেন যে 'যদি আমার জানালায় একটী আলো সমস্ত রাত্রি রাখা যায়, তাহা হইলেও তো কাজ চলে।' কিন্তু তেলের পয়সা কোথায় পাই সেন, এই নূতন ভাবনা তাঁহার উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিশ্রমে যে রোজগার হয়, তাহাতে তেলের পয়সা যোটে না, সুতরাং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছু বেশী পরিশ্রম করিয়া তেলের পয়সা পুঁজি করিবেন। যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ; ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানালায় আলোক দেখিয়া অনেক জাহাজ যে বাঁচিয়া গেল, এই [illegible] বিধবার কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে

হইত না। তিনি যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, এক দিনও আলোতে আলো দিতে ভুলেন নাই।

আমরা আলোকমঞ্চ সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। একবার এক আলোকমঞ্চের রক্ষক কোন কাজে সমুদ্রের পারে নগরে গিয়াছিল। তাহার অল্প-বয়সের একটী মেয়ে মঞ্চে ছিল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে রক্ষক পার হইয়া আসিতে পারিল না। এদিকে আলো দিবার সময় হইল, অন্ধকারে এখনি দলে দলে জাহাজ আসিয়া পাহাড়ে ঠুকিয়া যাইবে—তবেইতো সর্ব্বনাশ। বালিকা মঞ্চে উঠিল, কিন্তু প্রদীপের স্থানটী হাতে পাইল না। তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে দু তিন খানি পুস্তক উপরি উপরি রাখিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইল—অল্পবয়স্ক বালিকাটী কি সুবুদ্ধি—এবং দেশলাই লইয়া আলো জ্বালিয়া দিল। পিতা পার হইতে আলো দেখিয়া শান্ত হইলেন, এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। বালিকা যদি বুদ্ধিয়া আলো জ্বালিয়া না দিত, তাহা হইলে কি হইত ভাব দেখি!

আলোকমঞ্চ হইতে একটী বড় ভাল উপদেশ পাই। সমুদ্রে চলিতে চলিতে যদি আলোকমঞ্চ না থাকিত তাহা হইলে যেমন অনেক জাহাজ নষ্ট হইত, সেইরূপ মানুষের জীবনে যদি একটী জিনিশ না থাকে, যাহাকে দেখিয়া সে চলিবে, তাহা হইলে মানুষ নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে। সে জিনিশটী ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দিকে যদি মানুষ না চাহিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার বিপদ কে বাধে? আর যে ধর্ম্মকে চিনিয়া, চরিত্রকে ভাল রাখিয়া চলে, তাহার বিপদ হয় না। যদি জাহাজের লোক আলোকমঞ্চের আলোক থাকা সত্ত্বেও বিপদে পড়ে তবে সে দোষ জাহাজের লোকদিগের, আলোকের নহে, তেমনি যদি ধর্ম্ম থাকিতে তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া মানুষ বিপদে পড়ে, তবে সে দোষ কাহার? বালকবালিকাগণ! সাবধান! বড় হইতেছ, সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের ন্যায় অনেক বিপদাপদ আসিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মকে দেখিয়া, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চল, তবে কিসের ভয়?

হেয়ার সাহেবের গল্প।

ভত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াও হেয়ার সাহেব এদেশের [illegible] উপকার করিয়া গেলেন, আর আমরা নিজের দেশে থাকিয়াও দেশের কোন উপকার করিতে পারিনা কেন? ইহার কারণ এই যে হেয়ার সাহেবের চরিত্রে এমন সকল গুণ ছিল যাহা আমাদিগের নাই। মহাত্মা হেয়ার সকলকেই ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ ছিল। এই ভালবাসা [illegible] এই দয়াতেই বাঙ্গালী তাঁহার বশ ছিল। আমরা হেয়ার সাহেবের যে সকল গল্প পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার গুটী কয়েক বলিলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।

১। হেয়ার সাহেব পীড়িত বালকদিগের বাড়ীতে যাইতেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পাল্কীতে আবশ্যক মত প্রায় সমস্ত ঔষধ থাকিত। কেবল পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, তাহা নহে; যাহাতে পীড়া না হইতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেন। হেয়ার সাহেব জানিতেন বালকদিগের অনেক পীড়াই অপরিষ্কার শরীরে থাকার জন্য হইয়া থাকে, এই জন্য তিনি প্রতি দিন তাঁহার স্কুল ছুটি হইবার পর এক খানা গামছা হাতে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং বালকেরা বাড়ী যাইবার সময় [illegible] এক করিয়া প্রত্যেকের গায়ের ধুলি মুছাইয়া দিতেন, এবং ঘসিয়া দেখিতেন গায়ে ময়লা আছে কিনা। রাত্রি জাগিয়া যাত্রা ইত্যাদি শুনিলে শরীর, মন, দুয়েরই অপকার হইতে পারে, এই জন্য মহাত্মা হেয়ার কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে চুপি চুপি সেখানে গিয়া পরিচিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতেন! এই ভালবাসাতেই ছেলেরা তাঁহার বশীভূত ছিল, এবং হেয়ার সাহেবের দিকে এই ভালবাসার টান ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর ছেলেরা তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। যে বাড়ীতে হেয়ার সাহেব থাকিতেন, তাহা যেন বাঙ্গালীর বাড়ীর [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে ছোট বড় বাঙ্গালীর ছেলে, হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে ছুটোছুটি, করিয়া ফিরিত—তাহাদের উৎপাত সহ্য করিতে সাহেবের কিছু মাত্র কষ্ট হইত না।

২। হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়া ছিল। যদি শুনিতে পাইলেন কোন দরিদ্র বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছেনা, তাহা হইলে অমনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অথবা তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার কিরূপ অবস্থা সেই বিষয়ে সংবাদ লইতেন। যদি প্রকাশ পাইল যে বালকের অবস্থা ভাল নহে, তাহা হইলে হেয়ার সাহেবের দয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই বালকের বিদ্যালয়ের বেতন এবং পুস্তক প্রভৃতি যোগাইতে থাকিলেন। একবার আমাদের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী বিধবা তাঁহার ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। বিধবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করেন, কিন্তু টাকা নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন। অবশেষে এক দিন তিনি তাহার ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া ঠনঠনিয়ার স্কুলে উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব বিধবার অবস্থা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু যে শ্রেণীতে বালকটী পড়িতে পারে তাহাতে আর স্থান নাই বলিয়া বিধবার পুত্রকে 'ভর্ত্তি' করিয়া লইতে পারিলেন না। বিধবাটী তাঁহার ছেলেকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেলেন। হেয়ার সাহেব এই ক্রন্দন দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইলেন, এবং এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে বিধবার বিষয়ে ভালরূপ জানিবার জন্য সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা স্ত্রী-লোকটী শুনিতে পাইলেন হেয়ার সাহেব আসিয়াছেন, তখন তিনি ছেলেটীকে লইয়া সাহেবের নিকট আসিলেন। সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কোন কথা বলিবার সাধ্য হইল না। দয়ার সাগর হেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে কেবল বালককে স্কুলে 'ভর্ত্তি' করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাহার ■ তাহার মাতার খরচের জন্যও নিজের টাকা হইতে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৩। বালকদিগের চরিত্রের দিকে মহাত্মা হেয়ারের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। পরস্পরের প্রতি কুৎসিত কথা ব্যবহার করিলে হেয়ার সাহেব বড়ই বিরক্ত হইতেন। যে সকল বালক কুৎসিত কথা ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে শিক্ষকদিগকে বলিতেন, এবং সকল বালককে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। একবার একটী বড় লোকের ছেলে অপর একটী বালকের সহিত 'চটাচটি' করিয়া তাহার নামে অতি কুৎসিত একটী পদ্য লিখে, এবং সেইটী ছাপাইয়া প্রায় রাত্রি এক টার সময় একরকম কয়েক জন বালকের সাহায্যে পটলডাঙ্গার স্কুলে (যাহা এখন 'হেয়ার স্কুল' এই নাম পাইয়াছে, তথায়) দেয়ালে মারিয়া দিতে আইসে। হেয়ার সাহেব কোন উপায়ে এই বড় লোকের ছেলের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিরপরাধী বালকের পাছে নিন্দা হয়, এই জন্য সেই ভয়ানক রাত্রিতে তিনি স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখন সেই ছেলেগুলি আসিবে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। বৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার চক্ষু নাই। একটী অসচ্চরিত্র বালককে খারাপ কাজ করিতে না দেওয়া এবং একটী সৎ বালকের নামে মিথ্যা দুর্নাম হইতে না দেওয়া, এই দুই প্রয়োজনে হেয়ার সাহেব রাত্রিতে স্কুলে আসিলেন, এবং চুপি চুপি এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে যখন সেই দুষ্ট 'বড় লোকের ছেলে' তাহার কুৎসিত পদ্যের কাগজ খানা দেয়ালে মারিয়া দিতে যাইতেছিল, তখন হেয়ার সাহেব জলে ভিজিয়া ভূতের মত সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির—দৌড়িয়া কে কোন্ দিকে পলাইবে তাহার স্থিরতা রহিল না!

হেয়ার সাহেবের দয়া ছোট, বড়, আপনার, পর, চিনিত না। যে দয়ার উপযুক্ত সেই দয়া পাইয়াছে, যে উৎসাহের উপযুক্ত, সেই উৎসাহ পাইয়াছে হেয়ারের কাছে গিয়া কেহ মুখ শুষ্ক করিয়া ঘরে ফিরে নাই।

৪। আহারের বিষয়ে হেয়ার সাহেব প্রায় হিন্দু ঋষিদিগের মত ছিলেন। মদ্য মাংস ভাল বাসিতেন না; গোদুগ্ধ, নারিকেল দুগ্ধ এবং ফল মূল, ইহাই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল। অথচ তাঁহার গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল। যাঁহারা বলেন সর্ব্বদা মাংস না খাইলে শরীরে বল হয় না, তাঁহারা ইহাতে বোধ হয় কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। তাঁহার বলের দুটী দৃষ্টান্ত দিব। একবার একটী সাহেবের সহিত 'জিদ্' করিয়া হেয়ার সাহেব বারাকপুরে (কলিকাতা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে) হাটিয়া যান, এবং বিশ্রাম না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন, ইহাতে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্লেশ হয় নাই। অন্য কেহ হয়ত এইরূপে ক্রমাগত ১৪ ক্রোশ পথ চলিলে দুদিন পায়ের বেদনায় পড়িয়া থাকিত, কিন্তু হেয়ার সাহেবের সবল শরীরে ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। আর একবার একজন মাতাল জাহাজীগোরা পটলডাঙ্গা স্কুলে আসিয়া ভয়ানক উপদ্রব করে; এক জন ধনীর ছেলের গাড়ী রাস্তায় ছিল, লাঠি দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং সইস্, কোচোয়ানকে মারিতে যায়। স্কুলের দারবান অসুবিধা দেখিয়া ঘরে লুকাইল। মাতাল গোরা গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এক দিকে চলিয়া যায়, এমন সময় হেয়ার সাহেবের পাল্‌কী দেখা দিল। দারবানের নিকট ব্যাপার কি জানিতে পারিয়া, হেয়ার সাহেব সেই মাতালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন, এবং ১০ মিনিটের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পুলীশে দিলেন।

হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে আমরা অনেক গল্প শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি, কিন্তু আর অধিক বলিবার স্থান আমাদের নাই। একটী কথা বলিয়া আমরা শেষ করিব। হেয়ার সাহেব আমাদিগের জন্য যে এত চেষ্টা করিয়া গেলেন, আমরা তাহার কি শোধ দিলাম? যদি তাহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, তবে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিলেই কি হইবে? অথবা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্কুল কালেজের সম্মুখে রাখিলেই চলিবে? যদি বাস্তবিক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাই, তাহা হইলে তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র হইতে বলিয়া গিয়াছেন আইস সেইরূপ হই।

ভীমের কপাল।

২য় অধ্যায়।

১২—সালের দুর্গা-বিসর্জ্জনের দিন যদি কেহ মধুডাঙ্গা ও গোপালপুরের মধ্যের রাস্তায় বেলা সাড়ে সাতটার সময় উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, এক স্থানে কি একটা জিনিশ দেখিবার জন্য ছোট বড় পুরুষ মেয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল—কাহারও মুখেই কথা নাই। অবশেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোট বাবু, মিছে চেষ্টা; ছেলেটী বোধ হয় মারা পড়েছে।" যাঁহাকে এ কথা বলা হইল তিনি ভিঁড়ের মধ্যে বসিয়া একটী অজ্ঞান বালকের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—সেই অজ্ঞান বালকের মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে; চক্ষে জল; বালকের এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি 'হাউ' 'হাউ' করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। আহা! এই দয়াবান বাবুটী কে? ইনি গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী ভুবনধালীর মিত্রদের ছোট ছেলে, নাম দীনদয়াল মিত্র, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইনি মেডিকেল

কালেজে পড়িতেন বটে, কিন্তু হোমিওপেথী ঔষধে বড় বিশ্বাস, তাই সুযোগ পাইলেই হোমিওপেথী ঔষধ লইয়া গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। দীনদয়াল বাবু পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন, এখনও যান নাই। গ্রামস্থ পরিচিত বৃদ্ধের ওই কথাগুলি দীনদয়াল বাবুর হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দুটী তিনটী ঔষধ সেবন করাইলেন, তথাপি বালকের চৈতন্য নাই। আহা, কি দয়া! পরের ছেলে রাস্তায় পড়িয়া আছে শুনিয়া দীনদয়াল শত কাজ ফেলিয়া ঔষধের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না, 'আহা, কি হবে' এই ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির! পাঠকপাঠিকাগণ, যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহার কষ্ট দেখিলে কি তোমাদের এইরূপ দয়া হয়?

হঠাৎ এ কি? ওই যে সকলে 'ওই চোক খুলেছে' বলিয়া চীৎকার করিল?—দীনদয়াল বাবুর ঔষধ সেবার গুণে বালক চক্ষু মেলিল। "বিপিন, এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ" বলিয়া বালক চারিদিকে চাহিল। পাঠকপাঠিকা! চিনিয়াছ বালকটী কে? এই আমাদের সেই ভীমেন্দ্র। কিন্তু ভীমেন্দ্রকে আর চেনা যায় না। চোখ কোটরগত—মুখ হলদে বর্ণ, শরীর হাড়ময় বলিলেও হয়। ভীমেন্দ্র এখানে কি প্রকারে আসিল, তাহা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বলা যাইবে। চৈতন্য হইবার পূর্ব্বে ভীমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন চারিদিক হইতে তাহাকে সাপে আক্রমণ করিয়াছে—সাপগুলি তাহার পায়ের মধ্যে, পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে, টানিলেও বাহির না তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল 'বিপিন!' স্বপ্নে দেখিল যেন বিপিন আসিয়াছে, তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়াছে, অমনি সর্প গুলি বিপিনকে দেখিয়া পলাইয়া গেল। তখন সে আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিল "এখানেও তুমি আমার এসেছ?" দীনদয়াল বলিলেন "আমি বিপিন নই। তুমি কে? আচ্ছা থাক্, এখন তোমাকে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, আমাদের বাড়ীতে চল সুস্থ হইলে সকল শুনিব।"—পালকী প্রস্তুত ছিল। দীনদয়ালের ইঙ্গিতে বেহারারা ভীমেন্দ্রকে তুলিয়া সুজনথালীর দিকে লইয়া চলিল। দীনদয়াল গাড়ীর পাশে হাটিয়া চলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভীমেন্দ্র বাহির হইল, কাহারও কথা শুনিল না, বৃষ্টির জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশাইয়া ভীমেন্দ্র ছুটিল। অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে, তখন ভীমেন্দ্র রাস্তায়। কি ভয়ানক রাগ! এ রাগে কাহার ক্ষতি ভীমেন্দ্র তাহা বুঝিল না। মাতুলালয় ছাড়িয়া কতক দূরে গেলে ভীমেন্দ্র দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুড়ে ঘর। ভীমেন্দ্র অনেক বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই কুড়ে ঘরে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র জানিত না এই কুড়ে ঘর কাহার, জানিলে হয়ত ঢুকিত না। সেই গ্রামে এই ঘরখানি 'মা শীতলার ঘর' বলিয়া বিখ্যাত—এক পাগল সেই ঘরে থাকিত, গ্রামবাসীরা ভয়ে কেহই সন্ধ্যার পরে ঐ ঘরে যাইত না। ভীমেন্দ্র এইখানে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছিল "কেন, পরমেশ্বর হতভাগা বাঙ্গালদের দেশে এসেছিলাম—এত কষ্টও কপালে ছিল। বিধাতার মনে এতও ছিল।" ভীমেন্দ্র! ভীমেন্দ্র! সাবধান তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিন্দা করিও না, নিজের দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ করিয়া, ভগবানের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ? মূর্খ তুমি!

ভীমেন্দ্র নিজের মনে বকিতে লাগিল—"এমন

হতভাগা দেশও থাকে। কেন আমার মামার বাড়ী এ দেশে হ'ল। কি অসভ্য, এক মুটো ক'রে নুন খায়—ভাতের মধ্যে চুল? চুলোয় যাক্? এইবার যদি মরি তবুও—" হঠাৎ কে গাইল :—

"কে জানে কার কপাল পোড়ে, ঝড় বাদলে ঘুরে ঘুরে
ছিষ্টি নষ্ট করে যত দুষ্টমতি যমের চরে।
আমার বাগান, আমার বাড়ী
আমার ঘোড়া আমার গাড়ী,
ভবের হাটের তাড়াতাড়ি,
[illegible] দেখে প্রাণ শিহরে।
কোথা এল, কোথা যাবে,
এ ভবে কজন তা ভাবে,
অন্তিমে সব ধাক্কা খাবে,
ভবের নৌকায় যেতে পারে।"

ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া শুনিল। এইবার তাহার ভয় হইল; দেখিল এক পাগল কুড়ে ঘরের দিকে আসিতেছে। ভীমেন্দ্র উঠিয়া ঘরের কোণে গেল। পাগল ঢুকিয়াই ভীমেন্দ্রকে দেখিতে পাইল এবং বলিল 'বাবা চোর, আমার কাছে পরশু দিন এস,—সে দিন আমার শ্রাদ্ধ হবে, অনেক গরিব দুঃখীকে পয়সা দিব, পারত তাদের দলে মিশে যেও; এখন কি কর্ত্তে আগমন, প্রভু রঘুনাথ।" ভীমেন্দ্র ভয়েতে কাঁপিতেছিল, বৃষ্টিতে বাহির হওয়া [illegible] কাঁপিবার একটা কারণ। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "তুমি যেই হও, আমি চোর নই।" পাগল উত্তর করিল "চোর নও, তবে কাঁপছ কেন? [illegible] কি সত্যি যুগ, যে তুমি যা বল্‌বে তাই মেনে নিতে হবে—কিন্তু, পুকুরের মধ্যে পড়্‌লে মাছে খেয়ে ফেলে দেবে, বেহালার কৃষ্ণধন ঘোষের মার মতন—কাঁপেন থর থর—তার কি?" ভীমেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পাগল ধরিবার চেষ্টা করিল না, কেবল হাসিয়া বলিল "ওরে ইন্দুর, পাগলের ধন নষ্ট করা সিদ্ধির দাত নইলে হয় না, একি তামাসা না কি?"

পাগলের বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি এক জন ধনী বণিক ছিলেন, কৃষ্ণধন ঘোষ নামে তাঁহার একজন সহযোগী ছিল। কৃষ্ণধনই সমস্ত কার্য্য করিত পাগল এক এক বার দেখিয়া অবশিষ্ট সময় দান ধ্যানে কাটাইতেন। কৃষ্ণধন সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবার আশায় মাতার পরামর্শানুসারে সহকারীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দেয়। তদবধি তিনি পাগল।

ভীমেন্দ্র যখন বাহির হইল তখন ঝড় বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনে এত ভয় হইয়াছিল, যে সেই রাত্রিতে অধিক দূরে যাইতে সাহস হইল না—খানিক দূরে গিয়া একটা বট গাছের উপর রাত্রি কাটাইবার জন্য তাহাতে উঠিয়া বসিল। উঠিতে কত কষ্ট হইল, বুক, হাত, ছিঁড়িয়া গেল; ভীমেন্দ্র অশ্রান্ত করিয়া উঠিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে বটগাছের একটা ডাল এরূপ ভাবে বেঁকান ছিল যে তাহার উপর বসিয়া ভীমেন্দ্রের পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় রহিল না। তখন সে সেই খানেই নিদ্রিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল। পাখীগুলি অনেকক্ষণ ঝড় বৃষ্টিতে কাতর রব করিয়াছিল সম্প্রতি সূর্য্যের লালবর্ণ আলোক দেখিয়া আনন্দে গান করিতে লাগিল। ভীমেন্দ্র জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিল কিন্তু উঠিয়া দেখিল সমস্ত শরীর বেদনাতে পূর্ণ। গাছ হইতে নামিয়া ভীমেন্দ্র পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু বালক রাগ করিয়া কতদূর চলিতে পারে। যে স্থানে ভীমেন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিকটেই একটি নদী, নাম বেগবতী। ভীমেন্দ্র মনে ভাবিল এই নদী পার না হইতে পারিলে মাতুলালয় হইতে লোক আসিবে। ভীমেন্দ্র নদী পার হইবার জন্য বসিয়া রহিল—কেয়া নৌকা ওপারে ছিল। ভীমেন্দ্র বসিয়া ভাবিতে লাগিল "আর কোথায় যাই? এখান থেকে কলিকাতা

কত দূর! কি করে যাই? তাইতো, রাগ না কর্‌লেও হ'ত। যাক্, ওসব আর ভেবে কি হবে—যদি ফিরে যাই, আবার সেই কষ্ট, আবার সেই রকম কাণ-জ্বালানে কথা। আর যাই বা কোন মুখে? মামা এমন ভাল বাসেন তাঁর হাত ছাড়িয়ে যখন চলে এসেছি, তখন আবার কি বলে তাঁর কাছে গিয়ে একটু থাকবার যায়গা ভিক্ষা চাহিব?" এইরূপে ভীমেন্দ্র নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মন সহজে বুঝিতে চাহিল না। কিসে যেন মনের ভিতর ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ভীমেন্দ্র,—তোমার এ ব্যবহারে তোমার মামার বাড়ীর সকলে মনে ক্লেশ পাইতেছেন—তোমাদের বাড়ী যখন সংবাদ যাইবে তখন তোমার বিধবা মা কষ্ট পাইবেন। আর ঈশ্বর তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।" ভীমেন্দ্র শুনিয়াও শুনিল না বুঝিয়াও বুঝিল না, খেয়া নৌকা ঘাটে আসিয়াছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহাতে গিয়া উঠিল। পাটনী পার করিয়া সকলের কাছে পয়সা চাহিল। সকলেই পয়সা দিল ভীমেন্দ্র পয়সা কোথায় পাইবে? পাটনী জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার পয়সা কই?'

ভীমেন্দ্র। আমার পয়সা নাই। আর এখানে যে পয়সা লাগে, তা আমি জানিতাম না।

পাটনী।—তিলকরাম পাটনী সকলের কাছেই একটা করিয়া পার করিবার পয়সা লয়!—এখন তুমি পয়সাটী ফেলে যেখানে খুসী সেখানে যাও।

ভীমেন্দ্র কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিল "আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি—তবুও পয়সা দাও? জামাটা নিলে যদি হয়, তবে নিতে পার। আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি, আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ছি? অবিশ্বাস কর্‌ছো, ভারী ছোট লোকতো?" পাটনী সহজে ছাড়িবার লোক নয়, আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল "কি পয়সা দেবেনা আবার উল্‌টে ছোট লোক! তোমার জামা নিয়ে কে গোলে পড়বে, বাপু? আমি ও সব বুঝি না। এখন যদি মঙ্গল চাও যেখান থেকে পার পয়সা এনে দাও, নইলে—" পাটনী আর অধিক বলিল না—যা হউক, সমুদায় কথা বলা শেষ না হইলেও চারিধারের লোক সকলেই তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া মতলব বুঝিতে পারিল।—ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ কিছুই বলিল না। একজন সদয় দর্শক বলিল "তিলকরাম, দেখ্‌ছো ছেলে মানুষ পয়সা সঙ্গে নাই ওকে ছেড়ে দাও।"—পাটনী তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল-- বলিল "ওর পয়সাটী তুমিই দাওনা কেন—যদি এত দয়া হয়ে থাকে?" তিলকরাম এই কথা বলিয়া খেয়া নৌকা ঘাটে বাঁধিল এবং ভীমের দুই হাত খুব জোরে ধরিয়া জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরীক্ষার ফল।—এবার এণ্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষার ফল বড় ভাল হয় নাই, প্রথমটীতে ১৪০৮ জন এবং দ্বিতীয়টীতে ৪৪৬ মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় চারিটী ইংরাজ কন্যা এবং দুটী মাত্র বাঙ্গালীর কন্যা, সব শুদ্ধ ছয়টী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এলে পরীক্ষায় মহিলা এক জনও উত্তীর্ণ হন নাই। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবার দুটি মহিলা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালক যুবকদিগের ন্যায় বালিকা মহিলাগণ অধিক লেখা পড়ার চর্চ্চা করিবেন, ততই দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

আমার সাধের বিড়াল—২৭ পৃষ্ঠা ।

গো-দুগ্ধ ।—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে গোদুগ্ধই মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য। শরীর ভাল রাখিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, গোদুগ্ধে সে সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, গোদুগ্ধ তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা মাংস ভালবাসেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে গোদুগ্ধ মাংসের অপেক্ষা কোনমতে কম পুষ্টিকর নহে।

ভয়ানক মৃত্যু ।—আমরা শুনিলাম কিছুকাল হইল আমেরিকাতে একজন লোকের বড় ভয়ানক মৃত্যু ঘটিয়াছে। একজন লোক তৃষ্ণার একটী গাছের রস পান করিয়াছিল, সে গাছের রস তৃষ্ণার সময় খাইলে জলের কার্য্য করে। খানিকক্ষণ পরে একটা শুঁড়ির দোকানে গিয়া খানিকটা মদও খায়। তখন তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং এই যন্ত্রণাতেই সে মরিয়া গেল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার নাড়ি ভুঁড়ি রবারে জড়াইয়া গিয়াছে। মদের সহিত সেই গাছের রস মিশিলে যে জমিয়া রবারের মত হইয়া যায়, বোধ হয় লোকটীর তাহা জানা ছিল না। যাহা হউক মদ খাইয়াই লোকটীর মৃত্যু হইল, বলিতে হইবে। কি সাধে যে লোকে মদ খায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কুকুর-নাশ।—আমরা সে দিন কলিকাতার একটী বড় রাস্তায় এক ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। কতকগুলি 'ধাঙ্গড়' প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দেশী কুকুর দেখিলে তাহার মাথায় লাঠি মারে। এই ভয়ানক ঘা খাইয়া যখন কুকুরটি ছট্‌ফট্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়, তখন এই ধাঙ্গড়েরা ধারাল ছুরি দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লয়। আমরা শুনিলাম তাহারা এই জন্য পুরস্কার পায়। সে দিন এইরূপ একটী কাণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার কথা লিখিতেও ক্লেশ বোধ হয় বলিয়া কিছুই লিখিব না। শুনিলাম এই কুকুরগুলি ক্ষেপিয়া গিয়া মানুষকে কামড়ায়, এই জন্য ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তবে যে সকল কুকুরের গলায় শিকলির দাগ, 'কালার' বা অন্য কোন চিহ্ন আছে (যাহাতে তাহাদিগকে কোন বাড়ীর কুকুর বলিয়া চেনা যায়) তাহাদিগকে মারা হয় না। ইহাতে আমরা এই বুঝি যে যে কুকুরের বাড়ী ঘর নাই তাহাকেই মারা হয়। রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরিয়া, আহার অভাবে খারাব জিনিশ খাইয়া এই সকল কুকুর ক্ষেপিয়া যায়। আহা! যে কুকুরকে পরমেশ্বর মানুষের সঙ্গী করিয়া, মানুষের এত বাধ্য, এত অনুগত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে এইরূপে মরিতে দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? আমাদের পাঠকগণ কি দয়া করিয়া এক এক জন পাড়ার এক একটী কুকুরকে একটু স্থান দিয়া, একমুষ্টি খাবার দিয়া, তাহার গলায় একটা ফিতা পরাইয়া দিতে পারেন না? তাহা হইলেইতো বেচারা কুকুরগুলি বাঁচিয়া যায়! গবর্ণমেণ্টকেও বলি যে দুর্ভাগা কুকুরদিগকে যদি মারিতেই হয়, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে চক্ষের আড়ালে, কসাইখানা কি অন্য কোন জায়গায় লইয়া গিয়া মারিলে, হয় না?

নৈতিক বিদ্যালয়।—প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতায় একটী নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক রবিবার সিটীস্কুলের বাড়ীতে বেলা ৪টার সময় এই বিদ্যালয়টী বসিয়া থাকে। বালকদিগকে ভাল ভাল উপদেশ দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমরা জানি এই খানে বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর পদ্য মুখস্থ করান হয় এবং যাহারা গান গাহিতে জানেন তাহাদিগকে সুন্দর সুন্দর গান শেখান হয়। যে সকল বালক এই বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপন আপন পিতামাতাকে বলিয়া এখানে আসিলেই তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে। ৪৪ নং বেনেটোলা লেনে বাবু শশিভূষণ বসু অথবা সিটীস্কুলে বাবু প্রমদাচরণ সেনের নিকট আসিলেই এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানা যাইতে পারে। আমরা আশা করি প্রত্যেক অভিভাবকই আপন আপন বালককে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাঠকদিগকে বলিব।

মুক্তি-ফৌজ।—'ফৌজ' এই নাম শুনিলেই আমাদিগের ভয় হয়, মারামারি কাটাকাটির কথা মনে পড়িয়া যায়, কিন্তু 'মুক্তিফৌজ' নামে যে একদল ইংরাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে মারামারির নাম গন্ধও নাই। যদি তাহাদের কোনরূপ যুদ্ধ করিবার থাকে, তবে তাহা পাপের সহিত, অসৎ চরিত্রের সহিত। এই দলের সাহেব বিবিরা হিন্দুস্থানীদিগের মত পোষাক পরেন, এবং দেশের সকল স্থানে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। প্রায় ১৭।১৮ বৎসর হইল উইলিয়ম বুথ্ নামক একজন সাহেব এই দল স্থাপন করেন; সেই অবধি ইহাঁরা যে ইংলণ্ডের কত উপকার করিয়াছেন বলিয়া উঠা যায় না।

আমরা কয়েকদিন ইহাঁদিগের উপদেশ শুনিতে গিয়াছি। ইহাঁদের দলের কর্ত্তা টকার সাহেবের স্ত্রী বিবি টকার অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ওরূপ ভাবের সহিত বক্তৃতা করা আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লজ্জা এবং ভয় অধিক, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হাজার হাজার পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের কথা বলিলেন! পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন এরূপ সৎকার্য্যে সাহস দেখাইতে পারেন?

ব্লু রিবন্ বা নীলফিতাধারী সৈন্য দল।—ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে 'নীলফিতাধারী সৈন্যদল' এই নামে একদল লোক আছেন, তাঁহারা নিজে মদ্যপান করেন না, এবং যত দূর সম্ভব আর কাহাকেও মদ্যপান করিতে দেন না, ইহাই তাঁহাদিগের কার্য্য। এই দলের চিহ্ন নীল ফিতা। ইংলণ্ডে এই সৈন্যদলের দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে, সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজের উদ্যোগে আমাদের দেশে এইরূপ একটী দল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহার শেষেরটীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। কয়েক জন সাহেব এবং আমাদের দেশের দুটী প্রধান লোক এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। আমরা দেখিলাম বক্তৃতার পর আমাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া নীলফিতা লইয়াছেন। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে ইহার পর অনেক বলিতে হইবে, সুতরাং এখন আর অধিক কিছু বলিব না। এইরূপ সভা গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হইলে মঙ্গল।

আমার সাধের বিড়াল!

সাধের বিড়াল মম আয় কোলে আয়!
'মিউ' 'মিউ' ডাক ছেড়ে মহাসুখে উঠে পড়ে,
ধীরে ধীরে লেজ নেড়ে আয় পায় পায়!
দেখিয়ে শরীর তব নয়ন জুড়ায়।

তোরে ভালবেসে মনে সুখ হয় কত।
এ ঘরের লোক হ'য়, থাক্ 'দলবল' লয়ে—
'ছেলেপিলে' ডেকে আন্, আছে তোর যত—
বেড়া ছুটে, খেলা কর্ নিজ মন মত।

কেমন শরীর আহা ধব্ ধব করে,
কাল কাল মিশি তায়, মরি কিবা শোভা পায়।
চিকণ কেশের শোভা কি বাহার ধরে।
কোমল চরণ যেন আরামের তরে!

বড় ভালবাসি তোরে সাধের বিড়াল!
কাছে এলে কোলে করি কত সুখ, হয় মরি।
তোমারি কারণে দূরে ইঁদুরের পাল।
দুধ দিয়ে তাই তোরে পুষি চিরকাল।

কিন্তু বড় দুঃখ মনে, লোকে দেয় গালি
"বিড়াল লোভীর শেষ, নাহি বোঝে কাল দেশ,
আপন উদর সার—এই ভাবে খালি।
খেদাও এমন জীবে মুখে দিয়ে কালী"

বোবা তুমি আহা মরি। নহিলে এখন
দাঁড়াইয়া, উচ্চস্বরে ডাক দিতে নারী নরে—
করিতে তোমার এই কলঙ্ক ভঞ্জন।
হেন অপবাদ কেবা সহে অকারণ!

আমি জানি এ দুর্ণাম কি হেতু তোমার।
মানুষের অত্যাচারে মর তুমি অনাহারে,
ক্ষুধার বেলায় তাই না থাকে বিচার।
কেন মিথ্যা নিন্দা তবে হয় বারে বার?

উদর ভরিয়া খেতে দেয় কত জনা?
কষ্টে দেয় ধরে পুরি, তাই তুমি কর চুরি
পেটের জ্বালায় দোষী! তবে এ গঞ্জনা
কেন দেয় সবে মিলে? কেন এ লাঞ্ছনা?

আমার মতন সবে ওহে শিশুগণ।
যত্নকর বিড়ালেরে—দেখ সে কি চুরি করে?
ভাল বাসে কি না বাসে আত্মীয় মতন।
কে কোথা রতন লভে বিনা সুযতন?

আমারি বিড়াল তুমি আমারি রহিবে—
উঠিয়া আমারি কোলে—ঘুমাইবে ঘুম পেলে
ভয় পেলে পাশে আসি ছুটে লুকাইবে
আমারি ঘরেতে সুখে জীবন যাপিবে।

মাছি।

দেখিলেও বুঝিতে পার কি, এটী একটী মাছি? অনুবীক্ষণ নামে এক রূপ যন্ত্র আছে তাহার তলায় ছোট জিনিশও খুব বড় দেখায়, সেই যন্ত্রের তলায় মাছিকে যেরূপ দেখায় ছবিটি সেইরূপে আঁকা হইয়াছে। মাছির নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে মনে বলিতেছেন "মাছি তো মাছি, দুর্গন্ধ ময়লা যায়গায় থাকে, দেখিলে ঘৃণা হয়। ভিন্ ভিন্ করিয়া আসিয়া গায় বসে, বার বার হাত যোড় করে, আর মুখ হইতে শুঁড়ের মত একটা কি বাহির করিয়া চাটিতে থাকে। ছি!"

মাছিগুলিকে কেহ দেখিতে পারে না, সকলেই দূর দূর করে। যেখানে ময়লা যত বেশী সেখানে মাছি তত বেশী; মাছি গুলি যেন পরিষ্কার যায়গায় থাকাটাকে পাপ মনে করে। কিন্তু এক একটা অপরিষ্কার ছেলে মাছির চেয়েও খারাপ। তবে ভাই, মাছিগুলিকে তোমরা এত ঘৃণা করিবে কেন? ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা মাছির মধ্যেও দেখিতে পাই।

ছবির দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিবে যে মাছির গায়ের দুই স্থান খুব সরু। শরীরটি তিন ভাগে রহিয়াছে। প্রথম ভাগে মাথা, তার পর বুক, পা, পাখা ইত্যাদি, শেষ উদর। বুকে পা, কেমন মজা! তোমার আমার মুখ দাঁতে ভরা, কিন্তু মাছির মুখে দাঁত নাই। দাঁতের আবশ্যকও নাই। যে খানে যে টুকু রস, তাহাই মাছির আহার, মাছি শক্ত জিনিশ খায় না। শক্ত কিছু খাইতে হইলে আগে তাহা মুখের লাল দিয়া গলাইয়া নেয়। মুখে শুঁড়ের মতন যাহা দেখিয়াছ তাহা রস টানিবার যন্ত্র। এক একটা মাছির যত গুলি চোখ হাজার জনের চোখ একত্র করিলে তত গুলি হয় না। আপাততঃ দুটী চোখ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী বহু বহু শত চক্ষু একত্র করিয়া হইয়াছে। অণুবীক্ষণে দেখিতে পারিলে মৌচাকের মত দেখিতে। আহার খুঁজিতে মাছিকে অনেক বার ধূলা বালির মধ্যে যাইতে হয়, এজন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া চক্ষের উপর এক খানি আবরণ দিয়া দিয়াছেন।

মাছির পায়ের অগ্রভাগে ছোট ছোট দুইটী আঙ্গুলের মত বাহির হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীর পাশ দিয়া একটী নখ। এই নখের চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলি পদার্থ আছে, দেখিতে লোমের ন্যায়। কত পণ্ডিত কত কথা বলিলেন কিন্তু মাছির পায়ের এই সমস্ত জিনিশ দিয়া কি হয় তাহা আজিও ঠিক হইল না। মাছিগুলি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারে, আমাদের মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় না। অনেকে বলেন মাছির পায়ের আঙ্গুল দুটি ইহার কারণ। মাছি যে জিনিশের উপর বসে, তাহার পায়ের আঙ্গুল গুলি তাহাতে জোঁকের মত চুমুক দিয়া লাগিয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন যে আঙ্গুল দুটি ছোট ছোট দুটি থলে; তাহার ভিতরে এক প্রকার আঠা আছে, তাহাতে মাছির পা [illegible] জিনিশের উপর লাগিয়া থাকিতে পারে। আর এক দলের পণ্ডিতেরা ইহার কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে নখের চারিধারে লোমের মত যাহা আছে, তাহাই

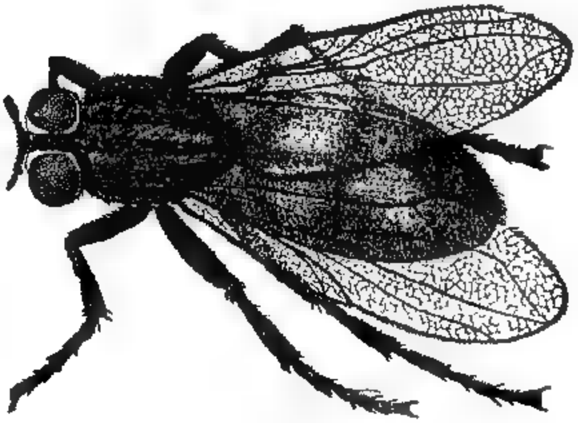

মাছির যেখানে সেখানে বসিয়া থকিবার কারণ। মাছির ঠ্যাঙ্গে অনেক গুলি লোম রহিয়াছে, তাহা দ্বারা গা আচড়াইয়া পরিষ্কার রাখে। অপরিষ্কার যায়গায় থাকে বলিয়া নিজে অপরিষ্কার নয়।

মাছির পাখা অতি হাল্‌কা অথচ খুব শক্ত। এরূপ পদার্থ আর নাই বলিলেও অপরাধ হয় না। পাখার মধ্যে যে সকল শিরার মত রহিয়াছে, সে গুলি ফাঁপা। নিশ্বাস তুলিবার সময় তাহাদের মধ্যে বাতাস যায়। ফলতঃ পাখাগুলির দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। মাছি উড়িবার সময় যে শব্দ শুনা যায় সে তাহার পাখার। পাখা গুলি এক সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০ বার কাঁপে, ইহাতে এই শব্দ হয়।

মাছির নিকট আমরা কি কি শিক্ষা করিতে পারি তাহার সম্বন্ধে এক সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়া আমরা মাছির কথা শেষ করিব।

মাছি ক্ষুদ্র জীব তথাপি তাহার শরীরে যে সকল আশ্চর্য্য জিনিশ রহিয়াছে তোমার আমার শরীরে তাহা অপেক্ষা অধিক নাই।

না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছি-গুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায়; দুধের বাটিতে যত মাছি উড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার কয়টা উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছ?

একটুকু অনিষ্টে দশ জনের ক্ষতি হয়। মাছি দুধের বাটিতে পড়িয়া মরিল, ক্ষুধা তো তাহার গেলই না, তুমিও দুধ টুকু খাইতে পারিলে না।

সামান্য পাপে ও মহা অনিষ্ট হয়। মাছি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিশ, কিন্তু একটী মাছি পড়িয়া মহামূল্য ঔষধ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

বাবুগিরি।

স্বর্ণ বড় ভাল মেয়ে—আমাদের এক ক্লাশে পড়িত! সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলামনা। সকলেই বলিত "স্বর্ণ বেশ মেয়েটী! বাবুগিরি কাহাকে বলে তাহা জানে না; যা দাও তাই খায়, যা পায় তাই পরে—বেশ!" আর আমার কথা উঠিলেই পাড়ার গৃহিণীরা নাক মুখ সিট্‌কে বলিতেন "প্রভিভার সকলি আশ্চর্য্য—পরিষ্কার কাপড় নইলে পরা হয় না। কোনও যায়গায় বসিতে বলিলে চারিদিকে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকান হয়—বেছে বেছে জিনিশ খাওয়া হয়—ছিঃ!!" স্বর্ণকে সকলে ভাল বাসিতেন, তাহাতে আমার দুঃখ হইত না, কিন্তু কেন তাহাকে ভালবাসা হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। বাবুগিরি স্বর্ণের ছিল কিনা, তাহা আমি জানিনা, তবে স্বর্ণকে কখনও পরি-

কার কাপড় পরিতে দেখি নাই। বাড়ীতে, স্কুলে, নিমন্ত্রণের যায়গায়, সকল যায়গাতেই নোংরা কাপড় দেখিয়া স্বর্ণকে চিনিয়া লওয়া যাইত। আর গরিব প্রতিভার অপরাধের মধ্যে পরিষ্কার থাকিত, যাহা খাইলে অসুখ হইতে পারে, তাহা খাইত না, এই জন্য পাড়ার গৃহিণীরা ভারী বিরক্ত ছিলেন,—এখনও বিরক্ত আছেন কি জানি না। পরিষ্কার থাকাই কি বাবুগিরি? নোংরা থাকাই কি ভাল মানুষের লক্ষণ? আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার কাপড় পরিতাম—কাপড় অপরিষ্কার হইলে নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া লইতাম—খাবার জিনিশ খাইলে অসুখ হইবে বলিয়া লোকের অনুরোধে উপরোধেও খাবার জিনিশ খাই নাই, এই অপরাধে আমাকে সকলে গালাগালি দিতেন, আর স্বর্ণ কুড়েমি করিয়া নিজের কাপড় নোংরা করিয়া রাখিত, আর পেটুকের মত কাঁচা কুল, কাঁচা কলাই, তেতুল, আর ছাইপাঁশ খাইয়া অসুখ করিয়া বসিত, তখন সকলে তাহার ব্যথার ব্যথিত হইয়া দুঃখ করিতেন। "প্রতিভা বাবু, স্বর্ণ ভাল" এই কথা সকলেরই মুখে শুনা যাইত। স্বর্ণ অপরিষ্কার শরীর লইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া আজও সারা হইতেছে, আর আমার শরীর আজও বেশ সুস্থ। তবুও আমি লোকের নিকট বাবু, বড়লোক, জেঠো এই সকল নাম পাইয়াছি। পরিষ্কার থাকিয়া শরীর ভাল রাখিলেই কি বাবুগিরি করা হয়? দোহাই পাঠক-পাঠিকাগণের! তোমরাই বিচার কর।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

আমরা এবার নানা স্থান হইতে নানারূপ পত্র, রচনা ইত্যাদি পাইয়াছি। ইহার মধ্যে কতগুলি ভাল নয় বলিয়া এবং কতগুলি স্থানাভাব বলিয়া প্রকাশিত হইল না। এক খানি পত্র এইবার প্রকাশিত হইল।

'নাক হাতে করিয়া যায় কে?' এই প্রশ্নের কতকগুলি বড় আশ্চর্য্য উত্তর পাওয়া গিয়াছে! কেহ বলেন শর্দ্দিওয়ালা লোক! কেহ বলেন, বুড়ো ধার্ম্মিক ভট্টাচার্য্য! কেহ বলেন যেখানে বড় দুর্গন্ধ'।

প্রাপ্ত।

[আমরা একটী বালকের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইয়াছি। সখা পাঠ করিয়া কোন বালক অহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে এরূপ পত্র লিখিবেন, আমরা তাহা ভাবি নাই এই জন্য আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এস্থলে বলা উচিত যে পত্রের ভাষা অনেক যায়গায় বদলাইয়া দেওয়া গিয়াছে।]

বালকবালিকাদিগের প্রতি।

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! আমার স্নেহ ও বন্ধুভাব গ্রহণ কর। মনে আজ বড় আনন্দ হইতেছে তাই প্রিয় 'সখা'র সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিকটে আসিলাম, তোমরা কি বুঝিতে পার কেন এ আনন্দ?

রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যকে দেখিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার চলিয়া গেল, অল্প অল্প বাতাস জানালা দিয়া বহিতে লাগিল, পাখীগুলি দলে দলে গান করিতে করিতে আকাশে উড়িল; পাতার পাতার ঢাকা গোলাপ কলি গুলি অল্পে অল্পে ফুটিয়া যেন উঁকি মারিতে লাগিল। সকলেই আনন্দ করিতেছে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে আজ সকলকে গিয়া ডাকিয়া বলি "ভাই ভগ্নীগণ! উঠ। কেন আনন্দ করি দেখ! ঐ দেখ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া 'সখা' আজ একমাস পরে আবার দেখা দিতেছেন। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উপদেশ [illegible] তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ

আমোদ যোগাইবার মতন সঙ্গী যে কেহ ছিলনা, প্রিয় 'সখা' যে সেই দুর্দ্দশা দূর করিতে বাহির হই য়াছিলেন; ওই দেখ একমাস পরে তিনি আবার দেখা দিলেন। আমাদের মঙ্গলই তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্যই তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা; তবুও কি তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিবে না?

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! বন্ধুকে কি ভালবাসনা? যাহাকে ভালবাস তাহাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, যে প্রিয় 'সখা' সকল সময় তোমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে অযত্ন করিবে না। আশা করি প্রতি মাসে তোমরা তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিবে। আজ মনের আনন্দে তোমাদিগকে মনের আশা জানাইলাম, আশায় বঞ্চিত না হইলে বড়ই সুখী হইব।

শ্রী:—

বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক।

নীতি-কুসুম প্রথম ভাগ। শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ভবনাথ বাবু রয়েল রিডার প্রভৃতি পুস্তক এবং প্রোগ্রেস প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে দিয়াছেন. গল্পগুলি উপদেশে পোরা; এই জন্য এই পুস্তক খানি সকল বালক বালিকারই পড়া উচিত। পুস্তকের মূল্যও খুব কম,—তিন আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

'সখা' পত্রিকা দেশ মধ্যে যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য সমুদায় স্থলেই এজেন্টের প্রয়োজন। এজেন্টগণ উপযুক্ত রূপ অর্থ পাইতে পারিবেন। যাহাতে সমুদায় শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের মধ্যে পত্রিকা খানি প্রচলিত হয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। যাঁহাদিগের এইরূপ সৎকার্য্যে উদ্যোগ [illegible] উৎসাহ আছে, তাঁহারা 'সখা' কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

'সখা' কার্য্যালয়
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

ধাঁধাঁ।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। হাতী। ২। ব-া-ভ-া-স-া। ৩।

```
ম—দ—ন অথবা ম—দ—ন
|   |   |         |   |   |
দ—ম—ন         দ—শ—ন
ন—ন—দ         ন—ন—স্
```

দ্বিতীয় পংক্তির 'দমন' এই কথাটীর স্থানে দহন' 'দলন' 'দর্শন' এই কথাগুলিও বসান যায়।

```
প্র—ম—দা
|   ·   |
ম—দ—ন
দা—ন—ব
```

৪। রাখাল ২৪, রাম ১২; সরলা ১২, নবীন ১২, চপলা ৬, লাবণ্যলতা ৩।

৫। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রমেশচন্দ্র মিত্র; ৬। ছুঁচ।

নূতন।

১। কোন্ নিরাকার ফুল সাকার হলে লেবু হয়?

২। এমন চারিটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর [illegible] সঙ্গে লইলে একটী নগরের নাম হয়, এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে ভয় হয়? কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটীর অর্থ ৷ হাতীর শাবক
২য় .. .. .. কালীকলমের কাজ
৩য় ... . তোপ
৪র্থ .. চুরটের কাছাকাছি।

৬। 'সুশীল' এবং 'তরলা' এই দুটী কথা দ্বারা পূর্ব্ববারের ন্যায় চতুষ্কোণী বিভাগ পদ রচনা কর দেখি?

৪। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় বাহির কর ঃ—

নাম	বিশেষ পরিচয়
অম্লতাবিযাবিকা	এই দোষে মানুষ পড়্‌লে তাকে পদে পদে বিপদে পড়্‌তে হয়, তাতো হবেই। বিবেচনা না করে কাজ কর্‌লে বিপদ কে রাখে !
যালমদকেত্তনধুইসূদ	ইনি অনেকগুলি খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কেহ কেহ ইহাঁকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি, কেউ বা অতি নীচ রকমের কবি বলিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন ইনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন লোকের প্রশংসা বা নিন্দা ইহাঁর কি করিবে? অতি গরিবভাবে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

৫। গলায় দড়ি গোল গা। পেটের মধ্যে হাত পা। সদা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। চলে কিন্তু নড়েনা। এটা কি তা বলনা?

সখা
সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

কলিকাতা, নং ২১০।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

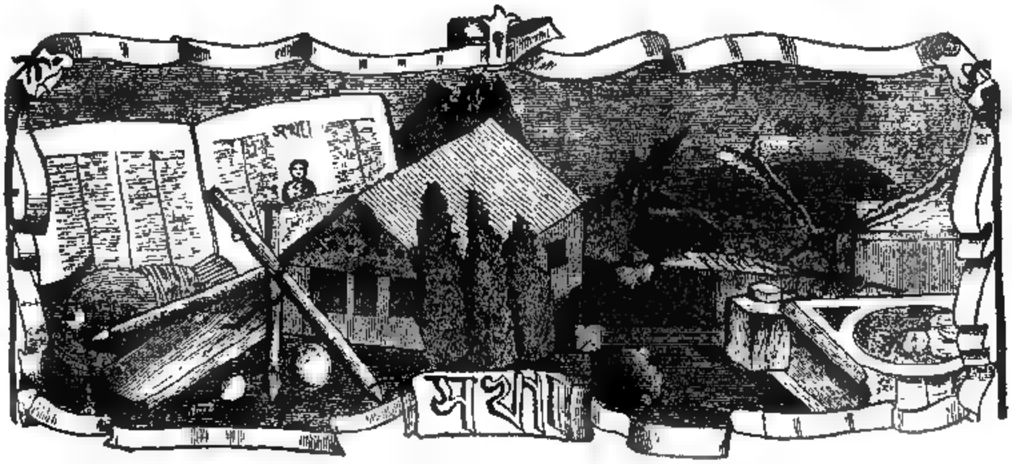

প্রথম ভাগ। ১লা মার্চ্চ ১৮৮৩, বৃহস্পতিবার। ৩য় সংখ্যা।

কার্য্যাধ্যক্ষের বিজ্ঞাপন।

মফস্বলের বন্ধুদিগকে সবিনয়ে জানান যাইতেছে যে আগামী মাস হইতে 'সখা'র বার্ষিক মূল্য তাঁহাদের পক্ষে ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। যাঁহারা এখনও গ্রাহক হ'ন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মাসের মধ্যেই গ্রাহক হইলে ভাল হয়।

রামায়ণের উপদেশ।

আমাদের পাঠক [illegible] পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় কেহই সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন নাই; অনেকে হয়ত কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণও পড়েন নাই, অথচ অনেকেরই রামায়ণের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমাকে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি বালকের নিকট রামায়ণের [illegible] বলিতে হইত, তাহাতেই দেখিয়াছি ছোট ছেলেরা রামায়ণের গল্প বড় ভালবাসেন। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াছি রামায়ণ পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় তাহা লিখিব। রামায়ণের [illegible] পড়িতে যেমন সুন্দর, রামায়ণের উপদেশও সেইরূপ সুন্দর। কিন্তু অনেক স্থানে গল্প এত বাড়াইয়া লেখা যে কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কষ্টকর। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতগুণে বড়, তাহা তোমরা সকলেই জান, অথচ হনুমান এই সূর্য্যকে বগলে পুরিল। ইহাও কি সম্ভব হয়? এইরূপ আরও অনেক অসম্ভব গল্প আছে। যাহা হউক, সে সকল কথা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। রামায়ণে কি উপদেশ পাওয়া যায়, আমরা সেইটী দেখিব। রামায়ণের কথা শেষ হইলে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের কথাও বলিব; কিন্তু এখন তোমাদের আশা দিয়া কাজ নাই। এই উপদেশগুলি মনে রাখিলে রামায়ণ পড়িতে আরাম বোধ হইবে, আর এখন পড়িতে গেলে অনেক স্থলে মিথ্যা বাজে গল্প দেখিবে। তোমরা বোধ হয় জান, রামায়ণ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম বাল্মীকি মুনি। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়া আরম্ভ করিতেছি। রামায়ণের উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। যে ডাকাত ছিল সে কিরূপে মুনি হইল, তাহা জানিয়া যদি উপদেশ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে স্থানান্তরে 'রত্নাকরের মুক্তি লাভ' এই প্রস্তাবটী মনোযোগের সহিত পড়িও।

সর্প।

বাপরে! কি ভয়ানক সাপ! মহিষ বেচারার প্রাণ এবার আর বাঁচে না। এত বড় সাপ কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ? আমি বাল্যকালে এক দিন শুনিয়াছিলাম যে আমাদের পাশের বাটীতে সাপুড়িয়ারা সাপ খেলিতে আসিয়াছে, অমনি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা ঝাঁকা দুজনে বহিয়া লইয়া আসিতেছে। খানিকক্ষণ পরে ঝাঁকাটা খুলিয়া দিলে সর্প মহাশয় বাহির হইলেন। উঠানের চওড়ার দিকে তাহার শরীরটা প্রায় এপাশ ওপাশ হইয়া গেল। বোধ হয় সর্প মহাশয়ের শরীর ৫।৬ হাত হইবে। আর একদিন পাড়ার এক বাটীতে গণ্ডগোল হইতেছিল, শুনিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক। সেই বাড়ীর এক ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলি করিয়া পড়িয়াছিল, অস্পষ্ট আলোতে তাহাকে সাপ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে নাই। আমাদের সমবয়স্ক একটী বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সাপটাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারিল না, সে মনে করিল কাঁঠালের ভুতুড়ি (তখন কাঁঠালের সময়) পড়িয়া রহিয়াছে। বালক তাহা লইয়া আসিতে গেল, কিন্তু হাত দিবা মাত্র তেলপারা ঠেকিল, এবং সর্প বাবু নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পাড়াময় সম্বাদ ছড়াইয়া পড়িল, 'উত্তরের বাড়ীতে প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়াছে।' কোথা হইতে আসিল, কেহই তাহা জানে না। যাহা হউক, সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সর্প নিদ্রা যাইবার অসুবিধা দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর প্রায় ৮ হাত হইবে। উদর পূর্ণ করিয়া পান খাইতে খাইতে ফলারে ব্রাহ্মণেরা যেমন বিকাল বেলা ধীরে ধীরে বাড়ী যায়, সাপটীও সেইরূপ ধীরে ধীরে আপনার স্থানে যাইতে লাগিল। কিন্তু সাপকে কে কোথায় দয়া করিয়া থাকে? সাবোল, লাঠি, বল্লম, যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া সকলে মার্ মার্ শব্দে সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 'মা মনসার প্রিয় ভৃত্য' এক বন হইতে অন্য বনে আশ্রয় লইয়াও কোন মতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তাহার প্রাণ গেল, আমরা মহা আহ্লাদে সর্পকে দাহন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। এই যে দুইবার দুটী প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়াছি, তাহার কোনটাই বোধ হয় আমাদের অপরাকার চিত্রিত সর্পের ন্যায় বৃহৎ বা ভয়ানক হইবে না। দেখিয়াছ, কি ভয়ানক তেজ! এই জাতীয় সর্প পাহাড়েও জলাময় বৃহৎ জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের একটী অভ্যাস এই যে ইহারা রৌদ্র না পাইলে থাকিতে পারে না; এই জন্য শীতপ্রধান দেশে অধিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না।

তোমরা বোধ হয় সকলে সাপ-খেলা দেখিয়াছ। কেমন করিয়া সাপ ধরে তাহা জান কি? সাপুড়িয়ারা যখন শুনিতে পায় অমুক স্থানে সাপ আছে, তখন তাহারা বাঁশী লইয়া সেইখানে যায়। সাপ বাদ্য শুনিতে বড় ভাল বাসে, এই জন্য তুবড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে মাথা তুলিয়া সেই দিকে আইসে। চতুর সাপুড়িয়া সুযোগ বুঝিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরে এবং বিষের থলি ছিঁড়িয়া ও বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার ঝাঁকায় পোরে। এইরূপে এত তেজীয়ান যে সাপ তাহাকেও লোভে পড়িয়া মরিতে হয়। অনেকে মনে করে সাপুড়িয়ারা মন্ত্রের দ্বারা সাপকে বশ করে, কিন্তু তাহা ভুল। সাপ খেলিবার সময় বাঁশী বাজায় দেখিয়াছ? যদি কিছু থাকে, তবে সেই [illegible] মন্ত্র। তাহার পর, সাপ ফণা তুলিয়া বাঁশীর শব্দে নাচি-

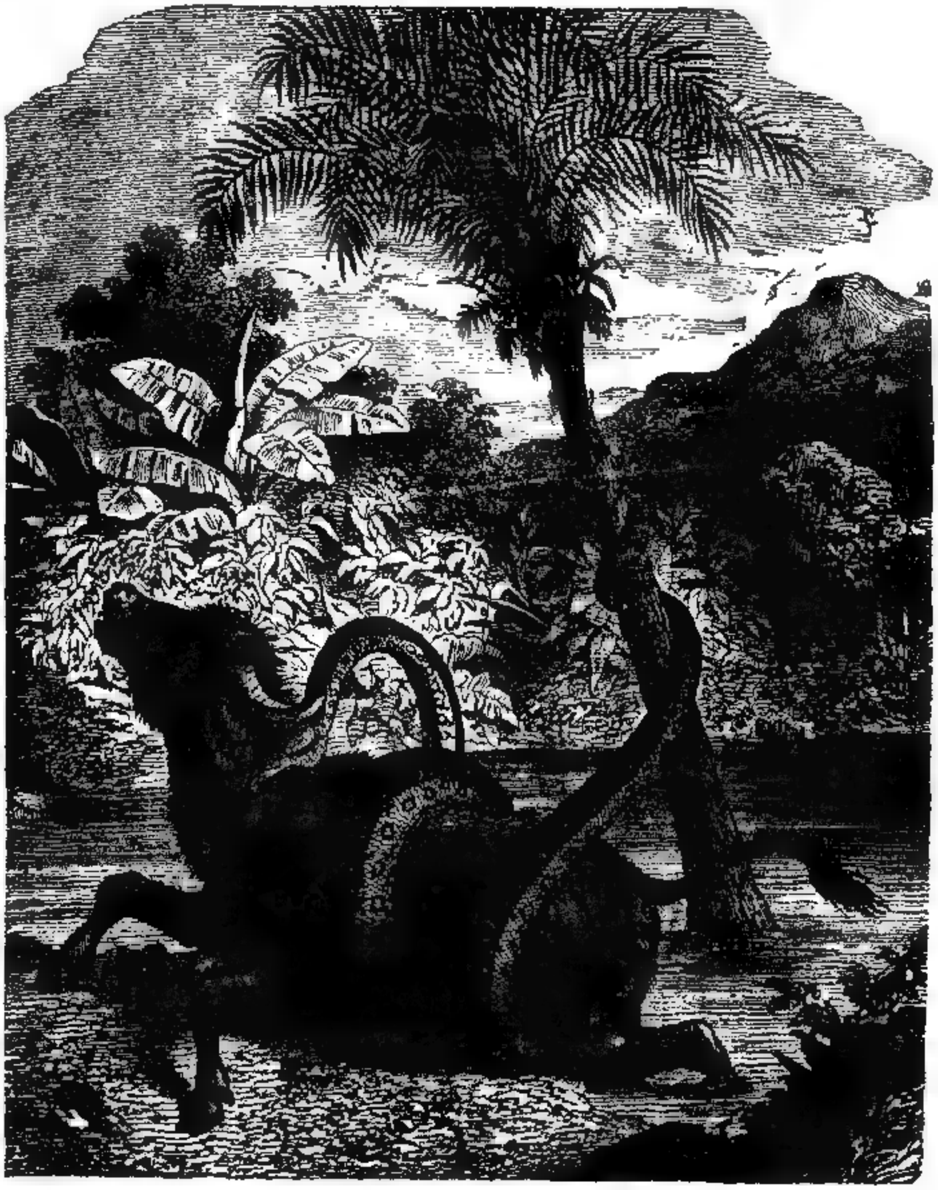

ডেকে। এমন সময় 'ধুলিপড়া' দিলেই অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া ধুলি নিক্ষেপ করিলেই সাপ অমনি মাথা নামায়, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। মূর্খ লোকেরা বলে ইহা মন্ত্রের গুণ। তোমাদিগকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি, কিন্তু সাবধান কাহাকেও বলিয়া দিওনা! ধূলো খুব সুন্দর রকমে ছড়ো করিয়া বলিবে "হে সাপ, আমাদের চক্ষের উপরে যেমন চক্ষের পাতা আছে, ঈশ্বর তোমাকে সেরূপ দেন নাই; আর আমাদের চক্ষু দুইটী যেমন দুই পাশে, তোমার চক্ষু দুটী সেরূপ না হইয়া প্রায় মাথার উপরে ভগবান দিয়াছেন; এজন্য ধূলি নিক্ষেপ করিলেই তাহাতে পড়িয়া

তোমাকে কাণা করিবা দিবে—এবং কাজেই তোমাকে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাটীর উপরে জড়সড় হইয়া পড়িতে হইবে। তোমার এইরূপ গঠন এবং ধূলিনিক্ষেপের এই ফল জানিয়া, এই ধূলি নিক্ষেপ করিলাম—সহজবুদ্ধির দোহাই তুমি এখনই কাণা হইয়া যাও।"—এই বলিয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

এইত গেল সাপ-খেলার কথা। তাহার পর সাপের স্বভাবের কথা কিছু বলা উচিত। সর্পজাতি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর। অকারণে অথবা সামান্য কারণে সকলকেই দংশন করে। সকল সাপের দংশনে মানুষ মরেনা। যাহাদের বিষ নাই, তাহারা দংশন করিলে সামান্য জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হয় না, কিন্তু বিষাক্ত সাপের মত ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নাই। বনে না গেলেই বাঘের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নদীতে না গেলেই কুমীরের ভয় থাকেনা, কিন্তু এমন স্থান কোথায় যেখানে সর্প যাইতে পারেনা? এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কয়েকটী উপায় বলা যাবে।—যেখানে সাপের ভয়, সেই সকল স্থানে যাইতে হইলে একটা আলো লইতে পারিলে তো ভালই, অন্ততঃ একগাছা লাঠি লইয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে যাইবে। শীতের সাপে প্রায় কামড়ায় না। গ্রীষ্মের দিনে এই সতর্কতা অবলম্বন করিলে চলিতে পারে। যদি নিকটে সর্প থাকে, তাহাহইলে শব্দ শুনিয়া চলিয়া যায়। বাসগৃহের মধ্যে যদি ইন্দুর অধিক থাকে, তাহা হইলে সর্প আসিতে পারে, তাহা মনে রাখিও কারণ সর্প ইন্দুরকে 'ফলার' করিতে বড় ভাল বাসে। যাহাতে সর্প না আসিতে পারে তজ্জন্য একটী উপায় অবলম্বন করিতে একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছেন; সে উপায়টী এই—আজ কাল প্রায় প্রত্যেক পল্লিতেই ডাক্তারী ঔষধ পাওয়া যায়; এইরূপ পল্লি হইতে কিছু কার্ব্বলিক য়্যাসিড আনিবে। তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া কার্ব্বলিক য়্যাসিডে ভিজাইতে হইবে। অতঃপর যে সকল স্থান দিয়া সর্পের আসিবার সম্ভাবনা, অথবা যে সকল স্থানে সর্পের থাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ প্রত্যেক গর্ত্তের মুখে ভিজান বস্ত্র এক এক খণ্ড রাখিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান হইবে যেন ভিজাইবার সময় কার্ব্বলিক য়্যাসিড হাতে না লাগে, তাহা হইলে ফোস্কা হইতে পারে।

বালকবালিকাদিগের মধ্যে অনেককে এই সর্পের মত বলিয়া মনে হয়। অনেক বালক বালিকা সামান্য কারণে, মাতার প্রতি, ছোট ভাইভগিনী-দিগের প্রতি, দাস দাসীর প্রতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া থাকেন। এই মন্দ অভ্যাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া, ভাল-বাসা, প্রভৃতি মনের ভাব দিয়া সর্প অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দিয়াছেন। এখন, আমরা যদি সেই দয়া, সেই ভালবাসা সকলকে না দেখাই, এবং একটুতেই জ্বলিয়া উঠি, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে অবমান করা হয়। পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সাপের মত চরিত্র কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও থাকে, তিনি সত্বর আপন স্বভাব ভাল করিয়া যথার্থ মানুষ হউন।

(ক) রত্নাকরের মুক্তি-লাভ।

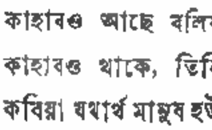

অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের এক বনে রত্নাকর নামে এক ডাকাত বাস করিত। রত্নাকর ব্রাহ্মণের ছেলে অথচ বাপ মায়ের অযত্নে অথবা নিজের দোষে কিছু মাত্র লেখা পড়া শেখে নাই। 'দশকর্ম্মান্বিত' বামণের ছেলেরা যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র পড়াইয়া দু দশ

টাকা ঘরে আনে, মূর্খ রত্নাকরের বোধ হয় ততটুকু বিদ্যাও হয় নাই। এদিকে বাড়ীতে পোষ্য অনেক-গুলি, তাহাদের না খাইতে দিলে চলে না, এইরূপ অবস্থায় রত্নাকরকে বাধ্য হইয়া এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজে যাইতে হইয়াছিল। রত্নাকর যে বনে 'আড্ডা' করিয়াছিল তাহার মধ্য দিয়া একটি রাস্তা গিয়াছে; এখান দিয়া প্রত্যহই অনেক লোক যাতা-য়াত করে। রত্নাকর কাহাকেও ছাড়ে না; ছোট বড়, ছেলে বুড়ো, পুরুষ মেয়ে, যাহাকে পায়, রত্নাকর মারিয়া কাপড় ও পয়সা লয়। এইরূপে অনেক দিন রত্নাকর সেই বনে থাকিয়া দিনপাত করিতেছিল, এমন সময়ে এক দিন ব্রহ্মা ও নারদ ঋষি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন, দেখিয়া রত্নাকরের কঠিন মনে একটুকুও দয়ার উদয় হইল না। সে লোহার মত হাতে লোহার মুগুর তুলিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে গেল। ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু! তুমি কে? কেন আমাদের মার্‌বে?" রত্নাকর উত্তর করিল "আমি এই বনে থাকি, নাম রত্নাকর, এই পথ দিয়া যে লোক জন যায় তাদের মেরে পয়সা রোজগার করে দিন চালাই—তোমরা আমার হাতে পড়েছ, তোমাদের রক্ষা থাক্‌বে না।" ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু, রত্নাকর! তুমি যে রোজ রোজ এই পাপ কর এই সব কার জন্য কর? তোমার এ পাপের ভাগী কি কেউ হবে? তোমার কে আছে? তাদের জিজ্ঞাসা করে এসতো।" রত্নাকর মনে ভাবিল "বুড়ো ব্রাহ্মণ দুটো কি চালাক! এই বলে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে! কিন্তু রত্নাকর শর্ম্মার কাছে ওসব ফিকির খাট্‌বে না।" পরে বলিল "ওগো, তোমাদের ওসব চালাকি রেখে দাও। রত্নাকর শর্ম্মা তোমাদের মত ঢের লোক দেখেছে। আমি এখন বাড়ীতে খবর জান্‌তে যাব; আর তোমরা এ দিকে মার্ টেনে দৌড়—হুট্! ওসব কি আর আমি বুঝিনে?"

ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু! আমরা বুড়ো মানুষ, করে মরে যাই, এখন অধর্ম্ম কর্‌বো? তা বাপু, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও!" তখন রত্নাকরের মনে একটু ভয় হইল, ভাবিল "তবে কি সত্যই আমার পাপের ভাগী কেউ নাই? না, এমন হবে না! যাদের জন্য পাপ করি, তারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগী হবে। আজ না জানি, কি হয়।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুজনকে গাছে বাঁধিয়া, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রত্নাকর ঘরে গেল।

রত্নাকর ঘরে গিয়াই আপনার বৃদ্ধ পিতার নিকট গেল, এবং জিজ্ঞাসা করিল "পিতা, আমি যে আপনাদিগের জন্য ও আমার নিজের জন্য এই পাপ করিতেছি, ইহার জন্য কি আমি একা দায়ী হইব, না আপনিও দায়ী আছেন?" পিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "বাঃ! আমি কেন দায়ী হব? তুমি যত দিন বালক ছিলে, গায়ের রক্ত জল ক'রে তোমাকে মানুষ করিয়াছি, এখন তুমি মানুষ হয়ে আমাদিগকে প্রাচীন বয়সে পালন কর্‌বে, এই ত নিয়ম। তা, এখন কি উপায়ে টাকা উপার্জ্জন কর, তা আমি কি জানি?" রত্নাকর কোনও কথা না বলিয়া মায়ের নিকট গেল। মাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও পিতার ন্যায় উত্তর করিলেন। তখন রত্নাকর নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল; স্ত্রী রত্নাকরের আসিবার কথা জানিয়া বলিলেন "তুমি যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন আমাকে পালন করিতে তুমি বাধ্য, কি উপায়ে তুমি টাকা আন, তাহা আমি শুনিতে চাই না। যদি অসৎ পথ বোধ হয়, ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে যাও; আমাকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য তোমাকে অসৎ কাজ করিতে আমি কখনও বলি নাই, তবে কেন আমি তোমার পাপের ভাগী হইব?" স্ত্রীর এই কথায় রত্নাকরের মাথায় আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি এত বৎসর ধরিয়া রত্নাকর যে সমস্ত পাপ করিয়াছে, তাহার কেহ ভাগী হইবে না? রত্নাকর ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এতদিন আশা ছিল যে যাহাদের জন্য পাপ করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই পাপের কিছু কিছু অংশ লইবে, কিন্তু এখন যখন সে আশা রহিল না, যখন পিতা, মাতা, স্ত্রী সকলেই এক বাক্যে সমস্ত পাপের বোঝা রত্নাকরের ঘাড়ে ফেলিয়া দিলেন, রত্নাকর বুঝিল, পাপের বোঝা কি ভয়ানক। আর সে গৃহে থাকিতে পারিল না, ভবিষ্যতে পাপের ইচ্ছা ত গেলই, কিন্তু যাহা হইয়াছে, কিসে তাহা হইতে উদ্ধার হইবে, এই ভাবনায় রত্নাকরের শরীরের রক্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল। অস্থির হইয়া রত্নাকর গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং 'কি হইবে' এই ভাবিতে ভাবিতে যেখানে বৃক্ষডালে ব্রহ্মা ও নারদ বাঁধা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। রত্নাকর অবিলম্বে তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার সদ্গতির কি হইবে তাহার পরামর্শ চাহিল। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন "বাপু! তখনই বলিয়াছিলাম, তা বিশ্বাস কর নাই। এখন দেখিলেত? যাহউক তুমি এক কর্ম্ম কর। পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া অতি সহজ কাজ। যিনি পাপীর রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, পাপ যাঁহাকে দেখিলে পলায়ন করে, সেই দয়াময়ের চরণ সার করিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত সরল প্রাণে ডাক, কোনও পাপ থাকিবেনা।" রত্নাকরের আশা হইল, কিন্তু যে জিহ্বা জীবনে কখনও ধর্ম্মের কথা বলে নাই, কোনও মিষ্ট কথা উচ্চারণ করে নাই, সেই পাপময় জিহ্বায় ঈশ্বরের নাম আসিল না। তখন ব্রহ্মা ও নারদ অনেক ভাবিয়া, অনেক উপায়ে রত্নাকরকে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁহার দয়ার কথা বলিলেন; এবং কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রত্নাকর ব্রহ্মার নিকট যে অমূল্য উপদেশ লাভ করিলেন, তাহাতেই তিনি মহামুনি হইয়া গেলেন। এই উপদেশ রত্নাকর জীবনে কখন বিস্মৃত হন নাই। ব্রহ্মার কথা অনুসারে রত্নাকর ঘোর তপস্যা অর্থাৎ একমনে ঈশ্বরের নাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি ঈশ্বরের নামে এত মজিয়া গেলেন যে আহার নিদ্রার দিকে মন রহিল না, বাহিরের জ্ঞান বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহার শরীর পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরেতে ডুবিয়া রহিল। রামায়ণে উল্লেখ দেখা যায় যে রত্নাকর তপস্যা করিতে করিতে উইপোকা তাহার শরীরের চারিদিকে মাটীর ঢিবি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মাংস চর্ম্ম খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রহ্মা রত্নাকরের কুশল জানিতে আসিয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড উইঢিবির মধ্য হইতে ভগবানের নামের শব্দ হইতেছে। তিনি উইঢিবি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্নাকরকে বাহির করিলেন এবং বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি হইতে বাহির করিলেন বলিয়া রত্নাকরকে বাল্মীকি নাম দিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে রামায়ণ রচনা করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। পাঠকপাঠিকা! রামায়ণে বাল্মীকির সম্বন্ধে অনেক অতিরিক্ত লেখা হইয়া থাকিলেও বাল্মীকির জীবন হইতে কি এই শিক্ষা পাইতেছি না যে যে ব্যক্তি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও একপ্রাণে ভগবানের চরণকে সার বলিয়া ধরে তাহার পাপ থাকেনা? মাঘ মাসের কুয়াসা গাঢ় হইলেও সূর্য্যের কিরণে কতক্ষণ থাকিতে পারে? তেমনি পাপের অন্ধকার পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ জগদীশ্বরের সম্মুখে থাকিতে পারেনা। তাই বলিতেছি, যদি পাপ করিয়া ভবিষ্যতের দুঃখ হইতে বাঁচিতে এবং পাপের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাল্মীকির ন্যায়

দয়াময়ের চরণ সবল মনে ধারণ কর। দেখিবে, তোমার মনে বল হইবে, আশা হইবে, এবং তুমি সমস্ত বিপদাপদের হস্ত ছাড়িয়া ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ভীমের কপাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বল্লভগঞ্জের জমীদারী কাছারী জমীদারের বাড়ীর বাহিরে খোলা মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আট-চালা ঘরে হয়। জমীদার রাম-জীবন বাবু প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাছারী করিয়া থাকেন—দুঃখী প্রজা দিগের দুঃখের কথা শুনেন, যাহাতে তাহা-দের দুঃখ না থাকে তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রজাদিগকে তিনি নিজের ছেলেদের মত ভাল-বাসিতেন, এবং তাহাদের জন্য রাস্তা ঘাট, হাসপাতাল, ইস্কুল করিয়া তাহাদের সকলরূপ সুবিধা করিয়া দিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। কাহারও কোন বিপদ হইলে তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসিত, তাঁহারই পরামর্শ লইয়া কাজ করিত। ফলতঃ রামজীবন বাবু যে বল্লভগঞ্জের জমীদার, তাহা তাঁহার ভাব-গতিকে বুঝিবার যো ছিল না; পোষাক সামান্য-রূপ—সর্ব্বদা প্রজাদের বাড়ীতে গিয়া কখনও বা মাটীতে বসিয়া আছেন, কখনও বা গরিব প্রজার কাদা-মাখান ছেলেগুলি কোলে পিঠে করিতেছেন, এরূপ দেখিলে কাহার সাধ্য বুঝিয়া লয় তিনি জমীদার। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কখন কখন বলিয়াছেন 'এরূপ করিলে মান থাকিবে না'। রামজীবন বাবু হাসিয়া বলিতেন "প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিলে যদি মান যায়, যাক্। যাহার অবস্থা খারাপ তাহার সহিত মিশিলেই যে মান যায়, তাহা নহে।"

তিলকরাম ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া টানিতে টানিতে এই জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল। তখন বেলা ১০টা। রামজীবন বাবু এই কতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন—তিনটার পূর্ব্বে বাহির হইবেন না, সুতরাং ভীমেন্দ্রকে দেওয়ানজি মহাশয়ের হাতে পড়িতে হইল। দেওয়ানজি মহাশয় একটী ছোট খাট নবাব, কিন্তু বাবুর জালায় কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। সকল প্রজাই বাবুর কাছে আইসে, তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না. এ দুঃখ দেওয়ানজি মহাশয়ের অনেক দিন হইতে ছিল। এখন একজনকে হাতে পাইয়া নিজের তেজ কত তাহা দেখাইবার ইচ্ছা করি-লেন। তিলকরাম দেওয়ানজি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ভীমেন্দ্রের সকল কথা কহিল। দেও-য়ানজি মহাশয় গোঁপে হাত দিয়া, চোক ঘুরাইয়া বলিলেন 'বটে? কেন তুমি পয়সা দাও নাই?' ভীমেন্দ্র বলিল "আমার পয়সা ছিল না, তাই দিই নাই, আমার ঠকাবার ইচ্ছা ছিল না।" দেও-য়ানজি রাগিয়া বলিলেন "খুব বাচাল ছেলেতো? পয়সা ছিল না, তবে পার হতে এসেছিলে কোন্ বুদ্ধিতে?" ভীমেন্দ্র কি উত্তর করিতে যাইতে-ছিল; দেওয়ানজি মহাশয় বাধা দিয়া বলি-লেন "এ জমীদারের কাছারী, তা হিসাব নাই! মুখে মুখে উত্তর? কোই হ্যায়?" দুজন বেহারা যোড়হাত করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দেও-য়ানজি হুকুম দিলেন "রাস্তার ধারের ছোট ঘরে পূরে চাবি বন্ধ করে দাও।" একজন ভদ্রলোক দেওয়ানজির্ কানে কানে বলিলেন 'কর্ত্তা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?' দেওয়ানজি ষাঁড়ের মত চেঁচা-ইয়া বলিলেন 'আমার হুকুম। লে যাও'।—দুজন বেহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল। এই বার গোঁয়ার ভীমেন্দ্র দুঃখ কি তাহা বুঝিল।

বাড়ীর সুখের কথা, মাতুল মাতুলানীর স্নেহ, বিপিনের প্রাণের ভালবাসা, সকলি এক সঙ্গে ভীমেন্দ্রের মনে পড়িল। দুঃখেতে কষ্টেতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—সে প্রাণ খুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেহারাদের পাহাড়ের মন, তাহাতে ভিজিল না, তাহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

দেওয়ানজি মহাশয় যে ছোটঘরের কথা বলিলেন, তাহার কথা একটু বলা আবশ্যক। রামজীবন বাবুর পিতা বড় অত্যাচারী ছিলেন, তিনি যাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহাকে এইঘরে পুরিয়া রাখিতেন। ঘরটী ইন্দুর ছুঁচো, আরশুলাতে পরিপূর্ণ। এই ঘরে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর বেহারা ভীমেন্দ্রকে বন্ধ করিল। ভীমেন্দ্রের ক্রন্দন বাতাসেই মিশিয়া গেল! এখন ভীমেন্দ্র বুঝিল অনর্থক রাগ করার ফল কি? ভীমেন্দ্র বালক বটে, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল "কেন রাগ করিলাম? কেন সামান্য কারণে এত বিরক্ত হইলাম? কেন মাতুলের মিষ্ট কথা শুনিলাম না? বিপিন না জানি আমার কথা ভাবিয়া কত ক্লেশ পাইতেছে? যখন আমার মা একথা শুনিবেন, তখন তার কতকষ্ট হইবে?" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জলে ভীমের বুক ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভীমেন্দ্র অচেতন হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহর বেলা—ভীমেন্দ্র তখনও আহার করে নাই, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে। ভীমেন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল; জমীদার রামজীবন বাবুর হুকুম লইয়া একজন চাকর উপস্থিত হইয়া বলিল "তুমি যাইতে পার। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে বাবু হুকুম দিয়াছেন।" ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? এদিকে অসহ্য ক্ষুধা পথচলা কষ্ট; ওদিকে অসহ্য শরীরবেদনা—ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? ভিক্ষা করিলে আহার যোটে বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র ভদ্রলোকের ছেলে কি বলে ভিক্ষা করে? অবশেষে ক্ষুধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক ময়রাদোকানের কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিল। দোকানের মধ্যে একটী বালক বসিয়া খাবার খাইতেছিল, সে ভীমেন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাহার যত খাবার ছিল, সকলি ভীমেন্দ্রকে দিল। ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও ভুলিয়া গেল, খাবার খাইবার সময় ভীমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীমেন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে আর ও পাঁচ দিন কখন কোন চাষার বাটীতে, কখন কোন ময়রার দোকানে, কখন বা পেটের জ্বালায় জোর করিয়া যৎসামান্য আহার যোগাড় করিয়া ভীমেন্দ্র নবমীর দিন রাত্রিতে গোপালপুরের রাস্তায় উপস্থিত হইল, কিন্তু কতক দূরে গিয়া ভীমেন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কথা বন্ধ হইয়া গেল। ভীমেন্দ্র মৃতের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেল—তাহার চৈতন্য রহিল না। প্রাতে রাস্তার লোকে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সেইখানে যুটিল। অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকের গ্রামে এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ীতে এ খবর গেল। দীনদয়াল বাবু তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঔষধ লইয়া, একটা পাল্কী সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন। ক্রমশঃ—

ক্ষুদ্র জিনিশ।

অনেকের অভ্যাস আছে ক্ষুদ্র জিনিশ দেখিলে আর তাহা গ্রাহ্য করিতে চান না। একটী পয়সা বাজে খরচ, একটী ঘণ্টা মিথ্যা গল্প করা, একটু অল্প স্বাস্থ্য নষ্ট করা, এ সকল বিষয়ে কাহারও কাহারও মনোযোগ একেবারেই নাই। 'এসব সামান্য বিষয়' এই বলিয়া অনেকে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে চান না। কোন খারাপ কাজের সম্বন্ধে যেমন, ভাল কাজের সম্বন্ধেও সেইরূপ,—'সামান্য কাজ, ওর জন্য আর কি?' এই কথাই অনেকে বলেন। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে বড় লোক হইয়াছেন, যদি একবার তাঁহাদের জীবনের কথা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, কোন জিনিশ সামান্য বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। এক জন বড় লোককে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কিরূপে এই সুনাম লাভ করিলেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আমি কোন জিনিশকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি নাই।"

যদি কেহ ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটী করিয়া পয়সা বাজে খরচ করে, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় হিসাব করিলে সে দেখিতে পাইবে যে তাহার প্রায় দুই শত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যে সময় কাজ কর্ম্মের শক্তি থাকিবে না, সে সময় এতগুলি টাকা হাতে থাকিলে কত কাজ হইত। আট বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলে শেষে দেখা যে প্রায় দুই বৎসর সময় নষ্ট হইয়াছে। এইতো গেল অপব্যয়ের কথা। তাহার পর শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। অনেকে সামান্য সামান্য বিষয় হইতে কিছুই শিখিবার জিনিশ পান না, কিন্তু জ্ঞানী লোকদিগকে এই কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন "সে কি? চোখ্ কাণ খোলা থাকিতেইতো চারিদিক হইতে শিক্ষা পাওয়া যায়!" চক্ষু কর্ণ সকলেরই আছে, কিন্তু এক জন তাহার ব্যবহার জানেন বলিয়া বড় লোক, আর তুমি আমি চোখ কাণ বোঝার মত বহিয়া লইয়া বেড়াই মাত্র, কাজে লাগাই না, এই জন্যই আমরা মূর্খ। ফল পাকিলেই গাছ হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, ইহাতো সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু নিউটন সাহেব বুঝিলেন, পৃথিবী ফলকে টানে, তাই ফল পড়ে। জল গরম করিবার সময় হাঁড়ির মুখে কাপড় চাপা দিলে, জলের ধুঁয়া অর্থাৎ বাষ্প কাপড়টাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহাতে কাপড়টা কাঁপে, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং জানি, কিন্তু মহাত্মা জেম্‌শ্ ওয়াট্ তাহা দেখিয়া স্থির করেন বাষ্পের 'গায়ে' জোর আছে, তাহাতেই কাপড় নড়ে, এবং এই হইতেই রেলের গাড়ী প্রভৃতি ধূম কলের সৃষ্টি হইল। তোমরা বোধ হয় জান বিলাতে টেম্‌শ্ নদীর নীচে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুরঙ্গ-পথ আছে। ব্রুনেল নামে এক জন সাহেব ১৮২৫ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত খাটিয়া অর্থাৎ ১৮ বৎসরে এই কাজটী শেষ করেন। কিসে তাঁহার এ কার্য্যের সুবিধা হইল, তাহা কি জান? তিনি এক দিন দেখিলেন একটী ছোট পোকা এক খণ্ড কাঠের মধ্য দিয়া গর্ত্ত করিয়া যাইতেছে। পোকাটী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাঠের মধ্যে খিলান করিয়া এক প্রকার বার্নিশ লাগাইয়া যাইতে লাগিল, ব্রুনেল সাহেব তাহা বেশ করিয়া দেখিলেন, এবং এই 'সামান্য' বিষয়ই বড় করিয়া টেম্‌শ্ নদীর সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত হইল।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা নাই। কি অপব্যয় বিষয়ে, কি সদ্ব্যয় বিষয়ে, কি শিক্ষা বিষয়ে, কি উন্নতি বিষয়ে, সকল দিকেই 'সামান্য'

জিনিশের মূল্য আছে। পরমেশ্বর যে হাতে খুব বড় জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হাতেই সামান্য জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কোন দ্রব্যকে সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না; মনে রাখিও সেই বড় লোক হয় যে সামান্য বিষয়কে অগ্রাহ্য করে না।

দেখ, বাবা! কেমন বাছুর!

প্রসন্ন বাবু এক জন বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি অনেক কাল হইতে পশুর-প্রতি-অত্যাচার-নিবারিণী সভার * সহিত যুক্ত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে পশুর প্রতি কখনও অত্যাচার হয় নাই,—পিতা মাতার দেখাদেখি ছেলেগুলি পর্য্যন্ত বিড়াল, কুকুর, বাছুরদিগকে নিজেদের এক বাড়ীর লোকের মত ভালবাসে। ছেলেরা পশুদিগকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন প্রসন্ন বাবু নিজের ঘরে বসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, উঠানে সরলা (তাঁহার কন্যা) কাহার সহিত কথা বলিতেছে; প্রসন্ন বাবুর বড় শুনিতে ইচ্ছা হইল, সরলা কাহাকে কি বলিতেছে, এই জন্য উঠানের দিকে গলা বাড়াইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন উঠানের একপাশে মঙ্গলা গাই মহাসুখে সরলার হাতের খড় খাইতেছে,পাশে সরলা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। (বালিকার বয়স [illegible] বৎসর মাত্র) প্রসন্ন বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আরও একটু অগ্রে গেলেন। গিয়া শুনিতে পাইলেন, সরলা বলিতেছে "মঙ্গলা! লক্ষ্মীটী! এই কটা খড় খেয়ে ফেল—না খেলে পেট ভরিবে কেন? (গাভী কোন কারণে মাথা নাড়িল) ও কি মাথা নাড় কেন? আর খাবে না? রাগ করিলে? তবে আমি যাই" এই বলিয়া সরলা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গাভীটী অল্প ডাকিয়া তাহার মুখের দিকে স্নেহের চক্ষে তাকাইতে লাগিল। জগদীশ্বর বোবা করিয়াছেন, নতুবা বোধ হয় সে এই কথাই বলিতেছিল—"ওগো সুশীলে, আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? যদি এই পৃথিবীর সকল লোকই তোমার মত হইত, তাহা হইলে কি আমাদের কোন দুঃখ থাকিত। তুমি যাইও না, তোমার মত বালকবালিকা আমার কাছে আসিলে, আমি বড় সুখী হই, ঈশ্বর করুন, সকলেই তোমার মতন হউক।" গরুর ডাক শুনিয়া সরলা ফিরিল, এবং অবশিষ্ট খড়গুলি সম্মুখে রাখিয়া আঁচলের দ্বারা গরুর গায়ে বাতাস করিতে লাগিল। গরু যখন খাইতেছিল, তখন সরলার মুখে হাসি—সরলা বলিতেছিল "এই তো মা লক্ষ্মীটী! খাও, খাও; আবার সন্ধ্যা বেলা ভাত আনিয়া দিব এখন।" এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে প্রসন্ন বাবু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সরলার গালে হাত দিয়া বলিলেন "কি মা! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? উনি যদি তোমার মা হন, তাহ'লে তো আমার মায়ের মা—দিদীমা—হলেন। বেশ মা! তোমার জন্য গরুর সঙ্গে আমার বেশ সম্পর্ক হ'ল।" "যাও, বাবা! তুমি বড়—"ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলা সে স্থান হইতে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

এমন সাধের গরুর কিছুকাল পরে বাছুর হইবার সময় হইল। প্রসন্ন বাবু তখন কোন কর্য্যের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন—ছেলেরা পত্র লিখিয়া জানাইল মঙ্গলার শীঘ্রই বাছুর হইবে। অবশেষে [illegible] দিন রাত্রিতে বাছুর হইল। প্রাতঃকালে

* এই সভার কার্য্যালয়, কলিকাতা রাধাবাজার ১১১নং বাটিতে। সভা অনেক স্থানে আপনাদিগের এজেন্ট অর্থাৎ কার্য্যকারক নিযুক্ত করিয়াছেন: ইঁহারা পশুর প্রতি কোন অত্যাচার দেখিলে অত্যাচারীর নামে আদালতে নালিশ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন।

ছেলেরা উঠিয়া দেখে সুন্দর বাছুর হইয়াছে, তখন তাহাদের আহ্লাদ দেখে কে? পাড়াময় ছুটিয়া গিয়া ছেলেরা খবর দিয়া আসিল বাছুর হইয়াছে। পাড়ার মেজ দাদা, সেজ কাকা, দাদা-বাবু, গোলাপ দিদী, কবিরাজ জেঠা মহাশয়, মামাবাবু, দিদিমণি, গৌরমণি পিসী সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের গোলমালে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শুনিলেন বাছুর হইয়াছে। সকলেই [illegible] বাবুর ছেলেদের সুখে সুখী, যেন প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে একটী নূতন ছেলে হইয়াছে! [illegible] ছেলেদের একমাত্র দুঃখ প্রসন্ন বাবু বাড়ীতে নাই। স্কুল হইতে আসিয়া বাছুরের খেলা দেখা [illegible] বাছুরের সঙ্গে খেলা করা, ইহা ভিন্ন ছেলেদের অন্য খেলা নাই। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে প্রায় একমাস পরে প্রসন্ন বাবু বাটী আসিলেন। ছেলেরা যখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইল অমনি 'বাবা বাছুর দেখিবে এসো' বলিয়া গরুর ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। দয়ালু প্রসন্ন বাবু—ছেলেদের সুখে সুখী; তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বোবা পশুদিগকে এত যত্ন করে এবং ভালবাসে। ছেলেদের সহিত গরুর ঘরে গিয়া প্রসন্ন বাবু নূতন ছেলের ন্যায় নূতন বাছুর দেখিলেন, ছেলেরা পিতাকে বাছুর দেখাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ছবিতে দেখ তাহারা কেমন বাছুর দেখাইতেছে।

ঈশ্বর করুন আমাদের সকল বালকবালিকাই এই প্রসন্ন বাবুর ছেলেগুলির মত পশুর প্রতি দয়া করিতে শিখুক। আহা! যাহারা কথা কহিয়া, মন খুলিয়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা কি উচিত?

গারফীল্ডের বাল্যকালের দুটী গল্প।

মহাত্মা গারফীল্‌ডের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শোন নাই। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার ইনউনাইটেট্‌শ্‌ প্রদেশের সর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে কখনও রাজ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া, কখন ছুতারের কাজ করিয়া, কখন চাষার কাজ করিয়া, গারফীল্‌ড্‌ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা বিধবা মার সাহায্য করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচও চালাইয়া দিতেন। এইরূপ চেষ্টা ও সুবুদ্ধির বলেই তিনি অত্যন্ত ছোট অবস্থা হইতে উঠিয়া এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন বলিয়া গারফীল্‌ডের চরিত্র অল্প বয়স হইতেই ভাল হইয়া উঠে। আমরা অন্য সময়ে এই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠকপাঠিকাদিগকে জানাইব, এখন কেবল সংক্ষেপে তাঁহার বাল্যকালের দুটী মাত্র গল্প লেখা যাইতেছে, এই গল্প দুটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে তিনি বাল্যকালেও কি চমৎকার লোক ছিলেন।

গারফীল্‌ডের একটী পোষা বিড়াল ছিল, বিড়ালটী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, তিনি যেখানে যাইতেন, প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—বোবা পশু পর্য্যন্ত যেন বুঝিয়াছিল যে গারফীল্‌ডের মত বালকের কাছে থাকিলে তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। একদিন গারফীল্‌ড্‌ আপনাদিগের বাড়ীর বাগানে কাজ করিতেছিলেন —বিড়ালটী সঙ্গে ছিল—এমন সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক একটী বালক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্য দশ জন বালক যেরূপ এই বালকটীও সেইরূপ কুকুর বিড়াল প্রভৃতির উপর উৎপীড়ন করিয়া আমোদ বোধ করিত। কাজেই গারফীল্‌ডের বিড়ালটী দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল একবার ঢিল ছুঁড়িয়া লয়। দুই একঘা ঢেলা খাইয়া বেচারা বিড়াল দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া গেল, নিষ্ঠুর বালক নিজের মনে হাসিতে লাগিল।

বিড়ালের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া গারফীল্‌ড্‌ অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তাহার পর খানিক ক্ষণ পরে বলিলেন—"আমি এরূপ ব্যবহার ভাল বাসি না।" বালক একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আঃ এমন কি ব্যবহার? একটা সামান্য বিড়াল বইতো নয়।'

গারফীল্‌ড্‌।—বিড়াল সামান্য হইলেও একটা প্রাণী।

বালক।—তাহা হইলে ইন্দুর, ছুঁচো, টীকটীকিও একটা প্রাণী।

গারফীল্‌ড্‌।—তাতে আর সন্দেহ কি? ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, যে এই বয়স হইতেই বোবা পশুর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেছে সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও অভদ্র ব্যবহার করিবে। বালক গারফীল্‌ডের এই কথা শুনিতে একটু থতমত খাইয়া বলিল—"তুমি আমার হইয়া তোমার বিড়ালের নিকট ক্ষমা চাহিও।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর দুজন বালক দুদিকে চলিয়া গেল,—গারফীল্‌ড্‌ বিড়ালের হইয়া দুকথা বলিতে পারিয়াছেন, এই আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে গেলেন, এবং অন্য বালকটী সমবয়স্ক গারফীল্‌ডের কথায় চিন্তিত হইয়া পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল।

আর একবার আর একটী ঘটনাতে, গারফীল্‌ড্‌ ভদ্র ব্যবহার করিতে কত ভাল বাসিতেন, তাহা বুঝা গিয়াছিল। 'সখা'র পাঠকগণ বোধ হয় জানেন (অন্ততঃ যাঁহারা সহরে অথবা বড় নগরে থাকেন, তাঁহারা জানেন) যে কোন স্কুলে একটী বালক নূতন ভর্ত্তি হইলে তাহাকে কত কষ্ট পাইতে হয়। ছোট বড় সকল ছেলেই তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলে, এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে

ভূত' বলিয়া ঠাট্টা করে। আমরা নিজে জানি এই রূপ নূতন ছেলেরা কত কষ্ট পায়। গারফীল্ড্ যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন, সেইখানে একবার একটী ছোট ছেলে নূতন আসিয়া 'ভর্ত্তি' হয়। সকলেই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন 'এটা পাড়াগেঁয়ে ভূত,' কেহ বলিলেন 'এটা নিতান্ত বাচ্ছা', এইরূপে এক এক জন এক এক কথা বলিয়া বেচারা ছোট বালককে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দু চার ঘা চড় চাপড় দিতেও ছাড়েন না। ন্যায়বান গারফীল্ড্ এই সকল দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন, এবং একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "যে এই বালককে কষ্ট দিবে তাহাকে আমি আমার শত্রু বলিয়া মনে করিব।" গারফীল্ডের এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "ওঃ এত দয়া যে? এমন কি গুণ ওর আছে, যে তোমার মন ভিজিয়া গেল?" গারফীল্ড্ বলিলেন "গুণ থাকুক বা না থাকুক, উহার পিতা অথবা উহার বড় ভাই কেহই এখানে নাই; এমন সময়ে উহাকে এই অত্যাচার হইতে না রক্ষা করিলে কে উহার মুখের দিকে তাকায়?" বালকেরা হাসিয়া বলিল "তবে তুমি ছোট বালকের বাবাও হইবে, দাদাও হইবে?" গারফীল্ড্ এই কথার উত্তরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন "বাবাই হই, আর দাদাই হই, আর যাই হই, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, এই কথা মনে রাখিও যে আমার অপেক্ষা যদি কাহারও গায়ে জোর অধিক থাকে, তাহা হইলে এই বালকের প্রতি অত্যাচার করিতে আসিও, নতুবা মঙ্গল হইবে না।" গারফীল্ডের এই কথায় বালকদিগের মনে ভয় হইল, তাহারা সেই অবধি নূতন বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল; ছোট বালকেরাও বিপদ্‌ পড়ে গারফীল্ড্‌কে দেখিলে সাহস পাইতে লাগিল।

এইরূপ সচ্চরিত্র বালকই ধন্য। যাঁহারা বাল্যকালে এইরূপ ভাল হন, বড় হইলে তাঁহারা যে সকলের নিকট প্রশংসা পান এবং চরিত্রের গুণে সকলের উপরে থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ধূমপান।

একদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটী বাবু আসিয়া উপস্থিত। বয়স চৌদ্দ পোনের বৎসর হইবে, কিন্তু এত বড় ছেলের যত দূর ভদ্রতা জানা উচিত তাহার কিছুই তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। পোষাক অতি পরিপাটী, বাঁদর বাঁধিবার মত করিয়া বুকে পিঠে চাদর জড়ান; কোঁকড়ান চুলে লম্বা সীথী, চক্ষের চাউনিতে যেন অহঙ্কার পোরা; জুতার শব্দ যাহাতে কিছু বেশী হয় তাহার মত করিয়া চলা, দেখিলেই বোধ হয় মা বাপ ইঁহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু অযত্ন করেন। আমি যে দোকানে গিয়াছিলাম ছেলে দুটী সেইখানেই আসিলেন, আমার একটু কৌতূহল হইল। জানিলাম তাঁহারা চুরট কিনিতে আসিয়াছেন। দোকানদার চুরট দেখাইল। চুরট পসন্দ হইল না, একজন বলিলেন "এর চাইতে গুলি খাওয়া ভাল যে!"—আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। ছেলে মানুষ তামাক খায়। কি ভয়ানক লজ্জার কথা!

যে ছেলেরা তামাক খায় তাহার সঙ্গে বেড়াইতেও তোমাদিগকে পরামর্শ দিই না। তাহারা কখনও ভাল ছেলে নয়; তোমাদিগকে অনেক মন্দ বিষয় শিখাইয়া দিতে পারে, যাহার জন্য তোমরা বড় হইলে অনুতাপ করিবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে যাঁহারা তামাক খান তাঁহারা খারাপ লোক; দুঃখের বিষয় অনেক ভাল ভাল লোক ও তামাক খান। কিন্তু তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি

তোমরা তামাক স্পর্শও করিও না ; তামাক বিষ। তামাক খাইয়া ও যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কার রহিয়াছে, তাঁহারা যদি তামাক না খাইতেন তবে আরো কত ভাল থাকিতে পারিতেন। অন্যান্য অনেক দোষের মত তামাক খাওয়া ও কুসঙ্গের ফল, যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিওনা।

তামাক খাওয়ার অনেক দোষ। প্রথম, নিজের ক্ষতি। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তামাকে মাথা গরম হয় এবং যাহারা তামাক খায় তাহাদের *ঠোঁট প্রায়ই কাল হইয়া* যায়।

তুমি বসিয়া রহিয়াছ, তামাকখোর তাঁহার যন্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর ভুড় ভুড় শব্দে রাশি রাশি ধূম তোমার নাকে মুখে দিতে লাগিলেন। তখন কি ইচ্ছা হয় না যে কাছে একটা লাঠি থাকিলে লোকটাকে কিছু ঔষধ দিয়া দাও ?*

তৃতীয় দোষ, তামাক একবার যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া ও তাহারা ছাড়িতে চায় না। কাহারও নিকট গেলে সে যদি তামাক দিয়া অভ্যর্থনা না করিল তবে অনেক তামাকখোর তাহাকে অভদ্র মনে করে।

চতুর্থ দোষ, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তামাকখোরেরা প্রায়ই শেষকালে মদখোর হইয়া উঠেন। তবেইতো কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের পথ খোলা হইল ভাব দেখি ?

পঞ্চম দোষ, কাপড়ে মুখে বিলক্ষণ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। তামাকখোর যে গেলাশে জল পান করিলেন, তোমার আমার সাধ্য নাই যে সেই গেলাশে জল পান করি। ভদ্র সমাজে যাওয়া কষ্ট—দুর্গন্ধে ভূত পলায়।

তামাকের নানারূপ আকার আছে,—নস্য, তামাক, এবং চুরোট। অনেকে সর্দ্দি হইলে নস্য লইয়া থাকেন, এবং তাহাতে সর্দ্দি আরাম হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি এইরূপে ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহারা নস্যের কেনা চাকর হইয়া পড়েন, আর তাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না ; আবার যে সর্দ্দির জন্য এই ঔষধ, তাহাও যেন বার মাস তাঁহাদের শরীরে লাগিয়া থাকে। তামাকের দুই রকম ব্যবহার দেখা যায়, এক ব্যবহার পানের সহিত চিবাইয়া খাওয়া, এবং অন্য ব্যবহার গুড় মাখিয়া আগুন দিয়া তাহার ধূম পান করা। বোধ হয় বলিতে হইবে না, আমরা ইহার কিছুই পসন্দ করি না। আর চুরোটের কথা কি বলিব ? চুরোটের ফল যেরূপ খারাপ, মুখে শরীরে যেরূপ দুর্গন্ধ করিয়া দেয়, চুরোটটী কাহারও মুখে দেখিতেও সেইরূপ খারাপ। লেজের মত মুখে লাগিয়া আছে এবং তাহার এক পাশ হইতে যেন আগ্নেয় গিরির ধূমরাশি বাহির হইতেছে ! ছি !

এ জঘন্য অভ্যাস শীঘ্রই সকলের পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের অনেকের অভিভাবক ধূম পান করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদিগকেও সেই পথে যাইতে হইবে, কে বলিল ? যাঁহারা অভিভাবকদিগকে তামাক খাইতে দেখিয়া মনে করেন, বড় হইলে ভদ্র সমাজে তামাক খাওয়াই উচিত, তাঁহারা আপন আপন অভিভাবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, নিজেরা তামাকখোর হইলেও তাঁহারা বালকদিগকে তামাক স্পর্শ করিতে পরামর্শ দেন কি না ? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এরূপ পরামর্শ কখনই দিবেন না। নিজেরা কুৎসিত কার্য্য করেন বলিয়া যে ছোট ভাই, ভাইপো, অথবা ছেলেদিগকেও তাহা

* এত শক্ত শাস্তি না দেওয়াই ভাল। যাহা হউক, লেখকের তামাকের প্রতি কত বিদ্বেষ, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। স, স।

করিতে বলিবেন, ইহা সম্ভব নহে। আমার কোন অভিভাবক ভয়ানক তামাকখোর, অথচ আমি বাল্যকালে একদিন স্কুলে থাকিয়া হুঁকা হাতে করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি আমাকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। 'সখা'র পাঠক-গণের মধ্যে-যদি কেহ ধূমপায়ী থাকেন, আমাদের আশা, তাঁহারা শীঘ্রই এই কু-অভ্যাসের হাত ছাড়াইয়া পলাইবেন। স্কুলের শিক্ষকগণ যত্ন করিলে স্থানে স্থানে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা হইতে পারে।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা ঢাকা নিবাসী বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ ও উপাসনা পদ্ধতি" নামক এক খানি ছোট পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে এইরূপ পুস্তক ভিন্ন আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা করি না, সুতরাং আমরা এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে কিছুই মতামত দিতে পারিতেছি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি আমাদের কোন পাঠক অথবা পাঠিকা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে এই পুস্তকে সে বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য এক আনা মাত্র।

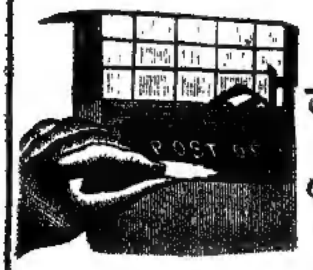

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

দেবনারায়ণ ঘোষ, বগুড়া।—১। আপনার সমস্ত পত্র গুলিই পাওয়া গিয়াছে, রচনা সংশোধন করিবার সময় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে না; যাহা হউক কাগজে প্রকাশিত হউক বা না হউক আপনি ক্রমাগত রচনা করিবেন। ইহাতে কালে বিশেষ উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। ২। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী সখার সম্পাদক নহেন—সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় নহে।

শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া।—আপনাদিগের উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। 'সখা' পাঠে আপনাদিগের উপকার হয়, এসংবাদে 'সখার' লেখক ও লেখিকা মাত্রেই সুখী হইবেন।

শ্রীনীলকমল সরকার, লাহিড়ী।—রচনাটী মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ-রূপে বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইল, সেরূপ সময় আমাদের নাই। যদি আপনার নিকট রচনার নকল একটী থাকে তাহা হইলে 'কি ছার কুসুম' ইত্যাদি দুই এক স্থল বদলাইয়া দিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর।—আপনাদিগের উপকার হইতেছে জানিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর।—একটী ভিন্ন সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শালডঙ্গা।

শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়, কালনা।—দুটিভিন্ন সমস্ত গুলির উত্তর হইয়াছে।

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। 'কমল' নিরাকার অর্থাৎ াকার নাই তাহাতে াকার যোগ করিলে 'কমলা' হইল।

২। ক র ভ প্রথম অক্ষরগুলিতে 'কলিকাতা'
লি থি যা এবং
কা মা ন শেষের অক্ষরগুলিতে 'ভয়ানক'
তা মা ক হইল।